



শুভেন্দু যতদিন
মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভায়
যাবেন না হুমায়ুন

৭



আয়না-অণুর রহস্য
ভেঙে নোবেল জয় ১০

আজকের সন্ধ্যা তাপমাত্রা					
৩১°	২১°	৩১°	২২°	৩২°	২৩°
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	



শিলিগুড়ি ২০ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 8 October 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 142

সাদা চোখে
সাদা কথায়

আঁধার চিরে
আলোর
কামনা ও
অসুর দমনে
ভোঁতা বিবেক

গৌতম সরকার



শরতের
আকাশে আগমনীর
সুর। তমসো মা
জ্যোতির্গময়...

অন্ধকার থেকে
আলোর দিকে নিয়ে
চলো মা...। উৎসবের আমেজের
পাশাপাশি জগতে কত যে অন্ধকার।
অজ্ঞানতার আঁধার। হিংসা, ধ্বংসের
দুঃস্বপ্ন। অনৈতিকতার নাগপাশ। নীল
আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা
আর কাশফুলের মাথা দোলানোর
মাঝে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে
লোকালয়ের রং। কোথাও মণ্ডপে
বাঁশ উঠছে, কোথাও প্রতিমার চোখ
আঁকা হচ্ছে। দোকানে, বাজারে
কেনাকাটার ভিড়।

কদিন আগে জলপাইগুড়িতে
এক মিটিংয়ে সহকর্মী সাংবাদিকরা
বলছিলেন, এই সময়টায় পাঠক
ভালো, ইতিবাচক খবর চান।



SUBHAM HOSPITAL

বুকে ব্যথা?
হার্টের
সমস্যা নয় তো?

এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন

98005 22229 / 81700 54106

পজিটিভ, ফিল গুড স্টোরি। বাঙালি
তাতে দুঃখ ভোলে। ঢাকের শব্দে
যেন চাপা পড়ে জীবনের ক্লাতি।
যেন মনে হয়, সত্যি অন্ধকার কেটে
যাবে। কিন্তু অন্ধকার কি এত সহজে
কাটে পাঠক? শরতের আকাশ যত
নীল হয়, প্রকৃতি তত উসকে ওঠে।

মালশায় মাত্র চারজন দলীয়
সদস্য নিয়ে বিজেপির জেলা
পরিষদ দখল কি অনৈতিকতা
নয়? তৃণমূলের প্রতীকে নিবাচিত
আরেক দলের সভাপতি নিবাচনে
ওই চারজনের পক্ষকে সমর্থনকে
সুবিধাবারের কোনো মেঘ ছাড়া
আর কী বলবেন? সমর্থনকারী পক্ষ
মমতা-তৃণমূল না স্বতন্ত্র-তৃণমূল
বোঝা দায়। তবে এটুকু স্পষ্ট যে,
ওরা ধান্দাবাজ-তৃণমূল। আখের
গোছানোর আঁধারের পথঘাটী ওরা।
শ্রমীক ভট্টাচার্য বলে বেড়াচ্ছেন,
বিজেপিতে তৃণমূলের নো এন্ট্রি।

তাই বাইরে থেকে সমর্থন
করে মালদার ওই ধান্দাবাজ-তৃণমূল
বিজেপির ওয়েটিং লিস্টে থাকতে
মরিয়া! দু'দিন ধরে উত্তরবঙ্গের
বিভিন্ন জেলায় বিজেপির রাজ্য
সভাপতি বলে বেড়াচ্ছেন, তৃণমূলের
সঙ্গে তার দলের কেউ যেন
যোগাযোগ না রাখেন।

এরপর আটের পাতায়

প্রশাসক হিসেবে ২৫ বছর পূর্তিতে নতুন মন্ত্র শোনালেন নরেন্দ্র মোদি- ‘উই উইল ডু ইট’। প্রায় একই প্রত্যয় বিরোধীদেরও।
জ্ঞানেশ্বর অপসারণের দাবিতে তাঁদের আন্দোলনের সুরেও যেন একটাই বার্তা- ‘উই উইল ডু ইট’।

“উই উইল ডু ইট”

দুপুরে ভোজ, বিকেলে হুলস্থূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর :
আয়োজন ছিল মধ্যাহ্নভোজের।
আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কংগ্রেস
সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগো।
নয়াদিল্লির প্রাণকেন্দ্রে এক
বিলাসবহুল রেস্টোরাঁয় জড়োও
হয়েছিলেন বিভিন্ন বিরোধী দলের
সাংসদরা। যোষণা ছিল, মধ্যাহ্নভোজ
করতে করতে একটি চিঠির খসড়া
চূড়ান্ত করবেন তাঁরা। মুখ্য নির্বাচন
কমিশনার জ্ঞানেশ্বর কুমারের সঙ্গে
দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে
ওই চিঠি দেওয়ার কথা। হঠাৎই
বদলে গেল কর্মসূচি। ঠিক হল, চলো
যন্ত্রমন্ত্র।

মল্লিকার্জুন ছাড়াও রাহুল গান্ধি,
প্রিয়াংকা গান্ধি, ডেরেক ও’ব্রায়েন,
মহুয়া মেত্রাও উঠে বসলেন বাসে।
গন্তব্য যন্ত্রমন্ত্র। তবে দিল্লি পুলিশ
বুকি নেয়নি। রেস্টোরাঁয় বিরোধী
সাংসদদের জড়ো হতে দেখেই

নিরাপত্তা ব্যবস্থা আটোসাঁটো করে
ফেলা হয়। ফলে বিরোধীরা আর
যন্ত্রমন্ত্রের পৌছাতে পারেনি।
মাঝ রাত্তায় মঙ্গলবারের মতোই
টেনেহিচড়ে সাংসদদের গাড়িতে
তুলে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে
এই দিনটিকে ‘কালো দিবস’ বা

রাহুলদের
টানাহাচড়া পুলিশের

‘র‍্যাক ডে’ হিসেবে ঘোষণা করেছে
কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সমস্ত রাজ্যে
র‍্যাক স্তর পর্যন্ত প্রতিবাদ কর্মসূচির
ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে,
শনিবার যন্ত্রমন্ত্রের সমাবেশের
ডাক দিয়েছে কংগ্রেস জনতা পার্টি।
বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তাতে शामिल
হবে ঘোষণা করেছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে ছাত্র
সংগঠনগুলি ও নাগরিক সমাজের
এরপর আটের পাতায়



এক দেশ দুই ছবি।। সংবিধান হাতে ভুলুগুটিত প্রিয়াংকা গান্ধি। যন্ত্রমন্ত্রের মাওয়ার পথে। (ডানে)
প্রশাসক হিসেবে ২৫ বছর পূর্তিতে নয়াদিল্লির বিনায়ক মন্দিরে পূজো দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। বুধবার। -পিটিআই



পূজো মিটলেই উচ্ছেদ

রাস্তাঘাটে যত্রতত্র দোকান নয়, বার্তা শংকরের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :
‘রুজিরটি’-র অভূহাতে আর মন
গলবে না। শহরবাসীর দাবিমতো
শিলিগুড়ি শহরকে সাজিয়ে তুলতে
নিকাশিনালা দখলের বিরুদ্ধে এবার
শক্ত হাতে রাশ ধরতে চলেছেন
রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।
পূজোর পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত
সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বুধবার
‘সেবা জ্যোতি’ যাত্রা কর্মসূচির
শেষে পদযাত্রায় অংশ নিয়ে স্পষ্ট
করেছেন মন্ত্রী।

শহরজুড়ে যত্রতত্র দখলদারি
নিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘দীর্ঘ কয়েক বছর
ধরে এখানে অনেক অনিয়ম হয়েছে।
এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। নিকাশিনালা
অবক্ষণ হয়ে পড়েছে। মুশকিল
হচ্ছে, আপনি দোকান বসিয়েছেন,
কংক্রিটের ঢালাই করেছেন। এখন



বাঘা যতীন পার্কে সেবাজ্যোতি যাত্রায় অন্যদের সঙ্গে শংকর ঘোষ।

যদি বলতে যাই, বলবেন রুজিরটির
প্রশ্ন। কিন্তু এই অনিয়ম থাকলে
কোনও সময় আমরা মানুষের প্রত্যাশা
পূরণ করতে পারব না। আমরা
দেখছি, রাস্তাঘাটে যত্রতত্র যে কেউ
এসে দোকান বসিয়ে দিচ্ছেন। এটা তো

চলতে পারে না। কোনও না কোনও
সময় তো থামতে হয়। সেই থামার
কাজ শুরু হবে। পূজোর আগে থেকে
বলতে শুরু করছি। পূজোর পর এ
নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এদিন সকালে ‘সেবা জ্যোতি

যাত্রা’ কর্মসূচিকে সামনে রেখে
শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক
ময়দানে জমকালো অনুষ্ঠানের
আয়োজন করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠানের পর মঞ্চের বক্তব্য রাখেন
শংকর। পরে প্রধানমন্ত্রীর ভাটুয়াল
বক্তব্য শোনানো হয়। অনুষ্ঠান
চলার সময় কিছুক্ষণ বাঘা যতীন
পার্ক সংলগ্ন রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ
করে রাখা হয়। ফলে ওই পথে
যেতে গিয়ে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া
থেকে শুরু করে অফিসযাত্রীরা
সমস্যায় পড়েন। ঘুরপথে ভিড়ে
আটকে পড়তে হয় সকলকে।
এই পরিস্থিতিতে এদিন অনেকেই
সময়মতো স্কুল-কলেজ বা গন্তব্যে
পৌছাতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে
বিক্রম সাহানি বলেন, ‘এই রাস্তা
বন্ধ থাকবে জানতাম না। এখন বাধ্য
হয়ে ঘুরপথে যেতে হবে।’

এরপর আটের পাতায়



ছাত্রের ভূমিকায় আনন্দ, দুর্গা

অর্থের ক্লাসে মন্ত্রী, বিধায়কের হাত মাউসে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :
শেখার কি কোনও বয়স হয়? দায়িত্ব
যত বাড়বে, জানার পরিধিও কি
ততটা বাড়ানো দরকার? শিলিগুড়ি
মহকুমার দুই বিধায়কের গল্প যেন
সেই প্রশ্নেরই উত্তর। দুজনেই
দু’বারের বিধায়ক। একজন রাজ্যের
প্রতিমন্ত্রী। অন্যজনও মানুষের কাজ
করতে গিয়ে বুঝেছেন, আরও
কিছু শেখা প্রয়োজন। তাই একজন
অর্থনীতিবিদের পাঠ নিচ্ছেন, অন্যজন
শিখছেন কম্পিউটার।

আনন্দময় বর্মনের পড়াশোনার
পরিধি কম নয়। বাংলা সাহিত্য,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস সহ বিভিন্ন
বিষয়ে ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। পেশায়
হাইস্কুল শিক্ষক আনন্দময় এখন
অব্যর্থ বুঝেছেন, শুধু নিজের
জানা বিষয়গুলির মধ্যে আটকে
থাকলে চলবে না। অর্থনীতি আরও
ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।
তাই ফের ছাত্রের ভূমিকায়

আনন্দময়। অর্থনীতির পড়াশোনা
মন দিয়েছেন তিনি। নিচ্ছেন
অর্থনীতিবিদের পরামর্শ। আর
তাঁর শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন
নীতি আগোপের ভাইস চেয়ারম্যান

দায়িত্ব সামলাতে আরও অনেক কিছু
জানা প্রয়োজন। সেজন্য অশোক
লাহিড়ির মতো দক্ষ মানুষের পরামর্শ
খুব জরুরি।
শুধু অশোক লাহিড়ি নয়,



নিজের কার্যালয়ে কম্পিউটার শিখছেন বিধায়ক দুর্গা মূর্মু।

তথা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক
লাহিড়ি।
আনন্দময়ের কথায়, ‘শেখার
শেষ নেই। রাজ্যে বিরোধী দল
হিসাবে থাকার সময় অর্থের স্ট্যাভিং
কমিটির সদস্য ছিলাম। রাজ্যের অর্থ
দপ্তরের হিসেব এবং প্রশাসনিক

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের
কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখছেন
বলে জানিয়েছেন আনন্দময়।
অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকোষ পর্যালোচনার
নানা বিষয় নিয়ে অশোক লাহিড়ির
সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছে তাঁর।
এরপর আটের পাতায়



সবাসাচী চট্টোপাধ্যায়

সপ্তাহের ব্যস্ত দিনে জ্যামে
আটকে পড়ে আমরা অনেক সময়
মুঠোফোনে পাহাড় দেখি। কনটেক্ট
ক্রিয়েটর বলে ওঠেন, ‘নামস্কার বন্ধুরা
আমি এখন...!’ মুঠোফোনে পাহাড়
দেখে আমরা-আপনার মুখে হালকা
হাসির রেখা ফোটে। মোবাইলে
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউব
দেখার সময় অনেকে ‘হ্যালো গাইজ’
বলে আমাদের চেনা-অচেনা বিভিন্ন
দোকানের খাবারের সঙ্গে পরিচয়
করান। কনটেক্ট ক্রিয়েটর আর

আমাদের মাঝে স্ক্রিনের দেওয়াল
থাকে ঠিকই, কিন্তু এরা আমরা-
আপনার পাশেই থাকেন।
‘টেস্ট অফ শিলিগুড়ি’-
সোশ্যাল মিডিয়ায় অতি পরিচিত
নাম। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর
ইউটিউব মিলিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ
ফলোয়ার আছে প্রীতি সিং এবং
তার পার্টনার প্রদীপ সাহানির।
২০১৯ সালে তাঁরা কনটেক্ট
ক্রিয়েশন শুরু করেন। প্রথমদিকে
খুব একটা সাড়া না পেলেও তাঁরা



দমে যাননি। ফাঁকি দেননি। তবে
তাঁদের ভয় ‘ট্রোলসুর’কে।
প্রীতি বলেন, ‘রোজ ট্রোলড
হই। আমার পোশাক, কত খাই,
কার টাকায় ঘুরি ইত্যাদি সব
নিয়ে আমাকে ট্রোলড হতে হয়।
ট্রোলসুরকে এককালে ভয় লাগত।
এখন মনে নিয়েছি।’
প্রীতির কথায় স্পষ্ট, ২১
শতকেও কেন আমাদের দেশের
মেয়েদের স্বাধীনভাবে
জীবনযাপনের জন্য স্লোগান

তুলতে হয়। ওঁরা এখন সপ্তাহে
অন্তত ৬টি ভিডিও বিভিন্ন সোশ্যাল
প্ল্যাটফর্মে আপলোড করেন। প্রীতির
কথায়, ‘দুর্গাপূজো আমাদের কাছে
বরাবর লাগি। বছর তিনেক আগে
শিলিগুড়ির একটি পুজোমণ্ডপের
সমনে আমরা স্টল দিয়েছিলাম।
সেই স্টল মানুষের খুব পছন্দ হয়।
সেখান থেকে শুরু।’
অরুণাভ খাসনাবিশের ভয়
আবার ‘কুচিন্দাসুর’কে। বাড়ি
শিলিগুড়ির লেকটাউনে। এখন
কলকাতায় থাকেন। প্রতিবার
পূজোতে ‘বাড়ি’ ফেরা মাস্ট। তাঁর
ভাষায়, ‘কিছু মানুষের চিন্তাভাবনা
এখন এত সংকীর্ণ আর বাজে হয়ে
গিয়েছে যে, এরপর আটের পাতায়

ট্রোলসুর

ঠেকানোর সাহস থাকলেই হল



তুলতে হয়। ওঁরা এখন সপ্তাহে
অন্তত ৬টি ভিডিও বিভিন্ন সোশ্যাল
প্ল্যাটফর্মে আপলোড করেন। প্রীতির
কথায়, ‘দুর্গাপূজো আমাদের কাছে
বরাবর লাগি। বছর তিনেক আগে
শিলিগুড়ির একটি পুজোমণ্ডপের
সমনে আমরা স্টল দিয়েছিলাম।
সেই স্টল মানুষের খুব পছন্দ হয়।
সেখান থেকে শুরু।’
অরুণাভ খাসনাবিশের ভয়
আবার ‘কুচিন্দাসুর’কে। বাড়ি
শিলিগুড়ির লেকটাউনে। এখন
কলকাতায় থাকেন। প্রতিবার
পূজোতে ‘বাড়ি’ ফেরা মাস্ট। তাঁর
ভাষায়, ‘কিছু মানুষের চিন্তাভাবনা
এখন এত সংকীর্ণ আর বাজে হয়ে
গিয়েছে যে, এরপর আটের পাতায়

এবার শটফিল্মে বড়দেবী

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর : খেলাচ্ছলে বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দেবীর পূজো, ভুল করে বন্ধুকে কোপ মারতে অঘটন, আর তারপর গভীর জঙ্গলে মাগের স্বপাদেশ, পাঁচশো বছর আগের সেই অলৌকিক গল্প দিয়ে শুরু হয়েছিল কোচবিহারের বড়দেবীর পূজো। রাজবাড়ির সুপ্রাচীন সেই ইতিহাসকে সেলুলয়েডের ফ্রেমে বন্দি করতে তৈরি হল স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। জেলার একবাঁক তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে তৈরি হয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘বড়দেবী – এক মহাশক্তির জাগরণ’। শনিবার মহালয়ার সকালে ইউটিউবে মুক্তি পাবে এই শটফিল্মটি। শটফিল্মটি নিয়ে জেলাবাসী ইতিমধ্যে ভীষণ উৎসাহিত।

শহরের বাসিন্দা আবির ঘোষ এবং সায়ন্তনী গুহ নিয়োগী চক্রবর্তীর যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে ছবিটি। ১৫১০ সালে মহারাজা বিংশিংহের তখন নাম বহুর বয়স। কথিত আছে, একদিন তিনি তাঁর ভাই শিশু, চন্দন এবং মদন আরও কয়েকজন বালকের সঙ্গে খেলাধুলো করছিলেন। খেলাচ্ছলে শুকনো বাঁশের কঞ্চি এবং ময়না গাছের ডাল একসঙ্গে পুঁতে দেওয়া হয়। সেটিকে দেবীরূপে কল্পনা করে তাঁরা ফল, ফুল ইত্যাদি দিয়ে পূজো দেন। কয়েকজন

ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে সঠিকভাবে তুলে ধরতে আমাদের এই প্রয়াস। কোচবিহার রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী এই ইতিহাস মহালয়ায় ইউটিউবে রিলিজের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবেন।’ শটফিল্মটির শুটিং হয়েছে কোচবিহারের বড়দেবীবাড়ি, শালবাগান, তোষা

এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে দি কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ বলেন,



শুটিংয়ে ব্যস্ত খুদেরা। কোচবিহারে।

তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায়। ‘স্বল্প বাজেটে তৈরি এই ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ হল শিশুশিল্পী ও স্থানীয় উদীয়মান প্রতিভাদের উপস্থাপন। ছবিটিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নমিতা গুহ নিয়োগী, আবির ঘোষ, সায়ন্তনী গুহ নিয়োগী। পরিচালক আবিরের কথায়, ‘বড়দেবী কোচবিহারবাসীর আবেগ এবং শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু। এই

বড়দেবী কোচবিহারবাসীর আবেগ। এই ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে আমাদের এই প্রয়াস। মহালয়ায় এটি ইউটিউবে রিলিজ করবে।

আবির ঘোষ
পরিচালক

‘এটি নিঃসন্দেহে একটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। শিশুদের দিয়ে এই ধরনের ডকুমেন্টারি করায় একদিকে যেমন শিশুদের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ বাড়বে, তেমনি ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে থাকবে।’

আগুন নেভাতে জানেন? চুপ ওঁরা

এনবিএসটিসি’র কর্মীদের ব্যর্থতা স্পষ্ট

শমীদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : সামনে বসে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনের চালক, কনডাক্টররা। চাটুয়ায় যুক্ত হওয়া বাকি ডিভিশনের চালক, কনডাক্টরদের দেখা যাচ্ছে পিছনের স্ক্রিনে। শিলিগুড়ি ডিশোর কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে টেবিলের ওপর বাসে ব্যবহার হওয়া অগ্নিনিবাপি যন্ত্র রেখে দমকলের এক কতার প্রশ্ন, ‘আপনারা এই অগ্নিনিবাপি যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারেন?’ উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন এনবিএসটিসি’র কর্মীরা। তারা যে কিছু জানেন না, বুঝতে অসুবিধা হয়নি দমকল আধিকারিকদের। তিন বছরের মোয়াদ শেষ হওয়ার পর এক বছর অন্তর যে রিফিলিং করতে হয়, তা দমকলের তরফে বোঝানো হল। এক কর্মী বললেন, ‘অগ্নিনিবাপি যন্ত্রগুলো তো এদিক-ওদিক পড়ে থাকে।’ কর্মীদের মধ্যে সময়সীমা বৃদ্ধির

পাশাপাশি দক্ষতা বাড়াতে বৃথবার শিলিগুড়ি ডিশোয় ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি ছিল এনবিএসটিসি’র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দপ্তরেরপ্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। আর এখানেই উঠে এল সরকারি পরিবহণ সংস্থাটির বিভিন্ন খামতি। বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হলে কী করা উচিত, সে ব্যাপারে দমকলের পাশাপাশি

এমভিআই কর্তারা বিশেষ প্রশিক্ষণ দেন। বড় ধরনের ক্ষতি এড়াতে দুর্ঘটনার সময় কী করতে হবে, তাও তুলে ধরা হল। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে যাত্রীরা যেমন ক্ষতীর মুখে পড়েন, তেমনই আর্থিক ক্ষতি সামলাতে হয় সংস্থাকে। যা এদিন স্পষ্ট করে দিয়ে সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায় বলেন, ‘সকলে একজোট এবং

কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকলেই খরচ কমানো সম্ভব। ময়নাগুড়ির দুর্ঘটনায় মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে এক কোটি টাকার বিল হয়েছিল। সম্প্রতি একটি বাস পুড়ে যাওয়ার ঘটনাতেও পঁচাম লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সংস্থার তহবিলের টাকা খরচ করতে হয়েছে।’ অগ্নিনিবাপি ব্যবস্থার খামতি দূর করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

উপস্থিত পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে নিজেদের সময়সীমা করা বলতে গিয়ে এক কনডাক্টর জানান, সম্প্রতি এক মহিলার কাছে আধার কার্ড দেখতে চাইলেও তা তাঁকে দেখানো হয়নি। এমন সমস্যা বাড়ছে। প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘মহিলারা সবসময় আধার কার্ড নিয়ে চলবেন, এমনটা হতে পারে না। তাই তাঁদের জিরো ডালার টিকিট দিতে হবে।’ বিভিন্ন সময় বাস দাঁড়ায় না, অভিযোগ তুলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আগে দেখা যেত না বাসের পেছনে মহিলারা দৌড়াচ্ছেন, এখন দৌড়াচ্ছেন কারণ বাস টিকমতে দাঁড়াচ্ছে না।’

শিশুদের হৃদরোগে সাফল্য অ্যাপোলোর



নিউজ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : জন্মগতভাবে জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য এক যুগান্তকারী সাফল্য পেল চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতাল। ওপেন-হাট সাকারির মতো বুক চেরার বুকি ছাড়াই, শুধুমাত্র রক্তনালির ভেতর দিয়ে কাটিয়া, তার ও স্টেন্টের সাহায্যে পরপর ৫০টি ‘পারকিউটেমিয়াস ফনটান’ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন এখানকার চিকিৎসকরা। আর এর মাধ্যমেই বিশেষ এক নতুন নভির গড়লেন তারা। যেসব শিশুর হাটে মাত্র একটি

ছাত্র ফেরাতে জোর ভিসি’র

দিনহাটা, ৭ অক্টোবর : কলেজ সলগ্ন হাইস্কুলগুলিতে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কলেজের পাঠক্রম নিয়ে পরিচিতি পর্বের কথা বললেন কোচবিহার পঞ্চনাম বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে যাতে কর্মদক্ষতা ভিত্তিক বিষয় চালু করা যায়, তা নিয়ে ভাবার কথাও বলেন তিনি। বৃথবার দিনহাটা কলেজ পরিদর্শনে এসে এভাবেই কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কুম নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশের পাশাপাশি কীভাবে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণ হবে, সেকথাই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন ভাইস চ্যান্সেলর।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দায়িত্ব নিয়েই কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল সেখানে জানিয়েছিলাম আমি কলেজগুলিতে যাব। এখানকার পরিকাঠামো, শিক্ষকের সংখ্যা যথার্থ আছে কি না সেবিষয়ে খোঁজ নিয়েছি।’ ছাত্র সংখ্যা অস্বাভাবিক কমে যাওয়া নিয়ে তিনি জানান, মূলত মেট্রোপলিটন শহরের কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি বেশি। সেই তুলনায় মহকুমার কলেজগুলিতে ছাত্র কম। তিনি আরও বলেন, যে বিষয়গুলি কলেজে পড়ানো হয় সেগুলি নিয়ে ছাত্রদের আগাম ধারণা দিতে হবে।

যাওয়ার ইঙ্গিত। সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্য পাবেন। কর্কট : বাড়তি উপার্জনের পথ অভ্র খুলে যাবে। পথেবাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। দাঁপতো সুখশান্তি বিরাজ করবে। সিংহ : অপ্রয়োজনীয় তর্কবিতর্ক থেকে নিজেদের সরিয়ে দিতে হবে। কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করে নিন। কন্যা : বহুদিনের কোনও মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলে মেজাজ খারাপ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা কেউ ভেঙে

আজকের দিনটি

ঐতিহ্যবাহী ৯৪৪৩৪১৭৩৯১

মেঘ : পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। দিনের শেষভাগে আর্থিক উন্নতি। বৃষ্টি : পরিবারের নতুন সদস্যের আগমনে বাড়ি আনন্দে ভরে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। লটারিতে প্রাপ্তির যোগ। মিথুন : হৃদয় ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমস্যা কেটে

দিতে পারে। তুলা : গৃহস্থালি জিনিসপত্র কেনাবোয়ার ভালো টাকা খরচ হতে পারে। সামাজিক মহলে সুবক্তা হিসেবে প্রশংসিত হবেন। বৃশ্চিক : আপনার রাচ ব্যবহারের জন্য পরিবারে আশ্রিত। ব্যবসায় কোনও বন্ধুর দ্বারা আর্থিকভাবে প্রতারণা হওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : শিশু ও নাতকের সঙ্গে জড়িতরা আজ ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সারাদিন আর্থিক চিন্তা থাকলেও সন্দের পর কিছুটা সুরাহা মিলতে পারে। মকর : নিকট কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। আপনার

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকা প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেডিকলে কিশোরী

মালদা, ৭ অক্টোবর : মালদা মেডিকলে ভর্তি নাবালিকা মা। উপযুক্ত পদক্ষেপের আবেদনে বৃথবার ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ জানায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। গত ১ অক্টোবর মালদা মেডিকলে ভর্তি হয় ওই নাবালিকা।

DHUPGURI MUNICIPALITY
WBUDMA/DHUPGURI/01/2026-27
2026 MAD 5077992_1
Last Date of Bid Submission
28-Oct-2026 11:00 AM
WBUDMA/DHUPGURI/2026-27
2026 MAD 5078003_4
2026 MAD 5078003_5
2026 MAD 5078003_6
2026 MAD 5078003_7
2026 MAD 5078003_8
2026 MAD 5078003_9
Last Date of Bid Submission
10-Oct-2026 02:00 PM
Sd/- Administrator
Dhupguri Municipality

NOTICE INVITING TENDER
Name of work :- Bluminius Road Repairing under Tufanganj Municipality Area. NIT No. TUFANGANJ/03/2026-27 (2nd Call) SI No-03. 07. 08, & 09
Id: 2026.MAD.5078201_1,
2026.MAD.5078201_2,
2026.MAD.5078201_3,
2026.MAD.5078201_4, Start Date of dropping tender -at 3.00 PM on 7th October, 2026. Last date of dropping tender Date -at 3.00 PM on 10th October 2026 Tender Opening Date -3.00 PM on 12th October 2026. Details will be available at office Notice Board & web portal www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Tufanganj Municipality
Po-Tufanganj, Dist- Cooch Behar

e-TENDER NOTICE
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/02/ BDO/MATIALI/2026-27 Last date of online bid submission: 12-10-2026 upto 16:00 hours.
For further details following site may be visited <http://tenders.wb.gov.in>
Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/03/ BDO/MATIALI/2026-27 Last date of online bid submission: 23-10-2026 upto 16:00 hours.
For further details following site may be visited <http://tenders.wb.gov.in>
Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

TENDER NOTICE
NIT: 117 (2nd call) fund: Repairing & Maintenance (Potholes) is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT:117 (2nd call) is 13/10/2026. The details of the NIT may be viewed & downloaded from <https://tenders.wb.gov.in>
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

OFFICE OF THE PROGRAMME OFFICER (VB G-RAM-G) SADAR BLOCK JALPAIGURI
NIT No. WB/JAL/SADAR/01/VBG-RAMGB/ 26-27 DATED: 06/10/2026
Invited by the undersigned for 03 No's of work The Programme Officer under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 07/10/2026 Time: 12:00 Hour To: 28/10/2026 Time: 16:00 Hours. Please visit on Website: <http://wbtenders.gov.in>. Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Programme Officer (VB G-RAM-G) &
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে
সিগ্নার ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিজি, পো- বালবিলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিম্নলিখিত পরিচালক অফিসের), মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে পার্শ্ব লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অস্কন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছে। অস্কন ক্যাটালগ নং: পাব্লিক-২১-২০২৬। অস্কন নং: ২১.২০২৬, সকাল ১০.৩০। লট নং ও স্কেন নম্বর নিম্নলিখিতভাবে: পাব্লিক-এমএলটিটি-বিজিপি-এমএল-৫৫-২৬-২, ভাগলপুর। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সজ্ঞা দরদারতাদের আইআরইএস মডিউল দেখতে অনুগ্রহ করা হচ্ছে। (MLD-214/2026-27)
৫য় ফ্লাইট: www.ir.indianrailways.gov.in ও www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজিটি পাঠ্য যাবে
আমাদের অনুদূরধ্ব কনক: ☎ EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আশ্বিন, ৮ অক্টোবর ২০২৬, ২০ আশ্বিন, সংবৎ ১৩ আশ্বিন বদি, ২৬ রবিঃ সানি। সুঃ উঃ ৫।০৪, অঃ ৫।১৬। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাতিঃ ৯।৫৪। পূর্বফল্গুনীরক্ষ রাতিঃ ১০।৫। শুক্রযোগ্য রাতিঃ ১৩।৭। গরকণ্ঠ দিবা ১০।৩০ গতে বজ্রকরণ রাতিঃ ৯।৫৪ গতে বিষ্ণুকরণ। জন্মে-সিংহাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিগোত্তরী শুক্রের দশা, রাতিঃ ১০।৫ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাতিঃ ৪।১ গতে কন্যারাগিণী শ্যেবাণ মতান্তরে শ্রুবর্ণ। মূতে-শোষ নাই, রাতিঃ ১০।৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাতিঃ

৯।৫৪ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।১১ গতে ৫।১৬ মধ্যে কালরাতিঃ ১।১৫ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, রাতিঃ ৬।১৮ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাতিঃ ৯।৫৪ গতে যাত্রা নাই। উত্তরফল্গুনী দিবা ১।২১ মধ্যে বিক্রমবাণিজ্য বৃক্ষারোগোপন, রাতিঃ ৯।৫৪ মধ্যে গভাধান। বিবিধ (শ্রদ্ধা)-ত্রয়োদশী একোদশি ও সপ্তমি। ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস (৮ অক্টোবর)। অমৃততোষণ- দিবা ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে -৮।৪১ মধ্যে এবং রাতিঃ ৪।১৬ গতে ৯।১২ মধ্যে ও ১।১১ ৪৬ গতে ৩।১২ মধ্যে ও ৪।৩ গতে ৫।৩৫ মধ্যে।

কর্মখালি

শিলিগুড়িবাসীদের বাড়ি থেকে ২/৩ ঘণ্টা কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। পুঃ/মহিলা (২৫-৬০ বৎ) চাই। ৪৬৭৭৬৩৭৪৬৭. (K)

চা ফ্যাক্টরি ও রাইসমিলের জন্য গার্ড চাই। বেকন 14,500/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M :- 9332730160, 7602616901. (C/124204)

কোচবিহার স্বরাজ ট্রাস্টর শৌর্যমে সেলসম্যান প্রয়োজন। Location- কোচবিহার ১, সিংহাই, শীতলকুচি। Contact No-8348688968. (C/123715)

অ্যাফিডেভিট

আমি Bhagyashree পিতা Chandra Shekhar Dave ঠিকানা Telepora Checkpost, Kalwa Colony, P.O. Sakajhpora, Dist : Jalpaiguri, WB, Pin-735212 Judicial Magistrate, 1st Class, কোর্ট, জলপাইগুড়ি পঃ বঙ্গ এর affidavit দ্বারা Bhagyashree Shreemali নামে পরিচিত হল। Affidavit No. 29223 (H) dt. 06.10.2026 Bhagyashree ও Bhagyashree Shreemali একই ব্যক্তি। (C/123195)

আমি Md Taiyabur Rahaman, পিতা-Lt. Abdul Mokim, গ্রাম-নাজরুল কলোনী রতনপুর, পোস্ট :- সামসী, থানা-রতুয়া, জেলা-মালদা। আমার ও আমার বাবার আসল নাম যথাক্রমে Md Taiyabur Rahaman ও Abdul Mokim। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে ভুলবশত আমার নাম Taimur ও আমার বাবার নাম Mokim উল্লেখ রয়েছে। গত ১৬/০৯/২৬ তারিখে চাঁচল এলেকট্রিটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Md Taiyabur Rahaman ও Taimur এবং Abdul Mokim ও Mokim এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। (C/124129)

আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত নথিতে এবং ভোটার কার্ডে ভুলবশত Dharmendra Ray পিতা Balen Ray আছে গত 06/10/2026 তারিখে J.M 1st ক্লাস কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Dharmendra Roy পিতা Balen Roy এবং Dharmendra Ray পিতা Balen Ray উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম। (C/123196)

আমি Beauty Yasmin, W/o Kamarujjaman, গ্রাম-কাসিম বাজার, পোঃ বাঙ্গৌলো, থানা-মোখাবাড়ি জেলা-মালদা, পিন- 732৩০৭, আমার মায়ের আখার কার্ডে (462630759114) Sarah Naaz Ansari থাকায় কিন্তু জন্ম প্রমাণপত্রে মায়ের Sarah Marleen (সেক্ট) থাকায় গত 01/10/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মায়ের নাম Sarah Naaz Ansari থেকে Sarah Marleen করা হইল। (M-114115)

I, Ratan Ghosh, son of Tapan Ghosh, hereby declare that my wife and the biological mother of my daughter Rimpa Ghosh is Pinki Banik Ghosh. However, in her Birth Certificate (Regd. No. 374 dated 09.02.2015), her name has inadvertently been recorded as Pinki Ghosh. Her correct and official name is Pinki Banik Ghosh, declared before the 1st class JM court at Siliguri by affidavit on 5/10/26. (C/124204)

পাশা সোনার বাট ১৪৮৩০০ (৯৯৫০/৪৪ কার্টে ১০ গ্রাম)

পাশা খুচুরা সোনা ১৪৯০৫০ (৯৯৫০/৪৪ কার্টে ১০ গ্রাম)

হলমার্ক সোনার গয়না ১৪১৭০০ (৯৯৬২/২২ কার্টে ১০ গ্রাম)

রূপোর বাট (প্রতি কেজি) ২২২৫৫০

খুচুরা রূপা (প্রতি কেজি) ২২২৫৫০

* রং টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আদান

পঃঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্‌ অ্যান্ড জুরেলস্‌
আ্যোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে



সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ দ্য একেন, ১০.৩০ সেক্টিমেটাল, দুপুর ১.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৩০ বিখ্যাত লেখা, রাত ৯.৩০ নায়ক

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ইন্ডিজিৎ, দুপুর ১.০০ কর্তব্য, বিকেল ৪.৪৫ জয়দাতা, রাত ৯.৩০ বাদশা-দ্য ডন

জি বাংলা চ্যানেল : সকাল ৯.০০ চাওয়া পাওয়া, বেলা ১১.৩০ প্রধান, দুপুর ২.৩০ দান প্রতিদান, বিকেল ৫.০০ অশ্রু, সন্ধ্যা ৭.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ১০.০০ তোর নাম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জন অরণ্য

আকাশ টিভি : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৩৮ দ্রোণ, বিকেল ৪.৪০ কটিকেষ্ট-টু, সন্ধ্যা ৭.২৯ তেহকিকাট, রাত ৯.৪০ পিশু

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১.০৫ জয় দক্ষিণেশ্বর কালী মা, বিকেল ৪.১৫ দুলহন হাম লে জায়েঙ্গে, সন্ধ্যা ৬.৫০

বজ্ঞানর সন্ধ্যা ৬.৫০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১.০৫ জয় দক্ষিণেশ্বর কালী মা, বিকেল ৪.১৫ দুলহন হাম লে জায়েঙ্গে, সন্ধ্যা ৬.৫০

কাছে রাত ৮.৩০
ডিডি বাংলা

বজ্ঞানর, রাত ৯.৫৯ আন-মেন অ্যাট ওয়ার্ক



সার্চ ফর দ্য
কি কোবরা
বিকেল ৪.২৭
আনিমাল
প্ল্যান্টে
হিন্দ

“মে”

Great Eastern™
We serve you best

PUJOR ASOL ADDA

1st Time in WEST BENGAL

2 YEARS WARRANTY ON MOBILE

Now Get 2 Years Warranty on Your Favourite Mobile!

SPIN AND WIN

5 BIKES, CAR, MICROWAVE, AIR FRYER, VACUUM CLEANER, ASSURED SPECIAL GIFT, SPEAKER, HEADPHONES, SS SMARTPHONE, PS5

Name : Anima Hira Branch : Baguihati

Name : Tapas roy Branch : Durgapur

Name : Ripen Chakraborty Branch : Balurghat

Name : Tanushree Dutta Branch : Berhampore

LED TV বিজয়

SAMSUNG LG SONY Panasonic LLOYD Haier ONIDA AKAI

32 (81.28) ₹ 9,990*

43 (109) Smart ₹ 18,990*

55(139.7) Smart ₹ 31,990*

55(139.7) QLED TV ₹ 36,990*

65(165.1) 4K Google TV ₹ 49,990*

75(190.5) QLED TV ₹ 69,990*

HITACHI Carrier LG LLOYD Haier IFB SAMSUNG BLUE STAR VOLTAS MITSUBISHI ELECTRIC ONIDA Panasonic Godrej

1.5 Ton 3 S INV. ₹ 28,990*

1.5 Ton 5 S INV. ₹ 32,990*

LG SAMSUNG Whirlpool Haier Godrej LLOYD Panasonic BOSCH IFB

184 L SD ₹ 11,990*

238 L FF ₹ 21,490*

308 L FF ₹ 33,490*

596 L SBS ₹ 62,990*

SAMSUNG LG BOSCH IFB Haier Panasonic Whirlpool LLOYD Godrej

7 kg SA WM ₹ 8,990*

7 kg TL WM ₹ 14,990*

7 kg FL WM ₹ 28,990*

SAMSUNG Panasonic IFB Haier Godrej

Starting Price ₹ 5990*

MICROWAVE OVEN

Apple Samsung oppo vivo realme mi motorola

Apple 18 Pro Max (256) ₹ 1,64,990*

Samsung A 27 (8/128) ₹ 38,999* FREE Trolley Bag

Vivo V80 Series

Oppo F35 Pro Series

PRE BOOK & Get Exciting Offers

MI Note 17 Pro (8/128) ₹ 36,999*

Real Me 16 5G (8/128) ₹ 36,999*

Motorola Edge 70 Fusion (8/128) ₹ 30,990*

FLASH SALE

Ryzen 3 | 8 GB 256 SSD | 15.6 Win 11 Offer Price ₹ 39990*

Lenovo C13 | 8 GB 512 SSD | 15.6 Win 11 & Office Offer Price ₹ 60990*

Core Ultra5 | 8 GB 512 SSD | 15.6 | BL Win 11 & Office Offer Price ₹ 79990*

Ryzen 7-155 | 16 GB 512 | 3050 RTX | 15.6 | Win 11 Offer Price ₹ 94990*

FREE GIFT Neck Band Speaker Power Bank

Worth Rs. 4997/- With Every LAPTOP

AIR FRYER WATER HEATER

₹ 2990* ₹ 2290*

HAVELLS BAJAJ

Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron ₹ 2390*

Mixer Grinder 500W (3 Jar) + Iron ₹ 2290*

Mixer Grinder 750W (3 Jar) + Iron ₹ 3290*

Mixer Grinder 750W (3 Jar) + Iron ₹ 3290*

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 105+ STORES

BRANCHES:

SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257

BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100

RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028

MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029

BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660

JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859

S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025

COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES: GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, SHALIMAR, BAGNAN, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPUR, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCH, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND-HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPUR, RAGHUNATHGANJ, ASANSOL, MEMARI, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung/LG/Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

* IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, SCAN US

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USNR Apple oppo vivo HAVELLS



পাঠকের
লেসে
8597258697
picforubs@gmail.com
শরতের ভোরে।। বালুরঘাটে
আব্রোয়ী নদীপাড়ে ছবিটি
তুলেছেন সৌমেন সরকার।

মাথা ফাটল বাম আইনজীবীর

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে রাজনৈতিক রং লাগল। এবিডিপি এবং এসএফআইয়ের মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুর থেকে যে উত্তেজনা ছড়ায়, রাত গড়তে তা রায়গঞ্জ থানা চক্র পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অভিযোগ, ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে সিপিএম ও বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব-কর্মীদের মধ্যেও সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে থানার মধ্যে বামপন্থী এক আইনজীবী সহ সিপিএমের কয়েকজন নেতা আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ঘিরে। আইনজীবী সায়িক চক্রবর্তীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশই তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়।

মঙ্গলবার রাতের উত্তম পাল, তীর্থ দাস সহ বাম নেতাদের নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে যান আইনজীবী তথা বাম নেতা সায়িক চক্রবর্তী। সেখানেই ফের উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, থানার মধ্যেই সায়িককে মারধর করা হয় এবং তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনার পর রাতেই

লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাম শিবির। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে বিজেপির নেতৃস্থানীয় নাম জড়িয়ে পড়ায়। বিজেপি বরাবরই দাবি করে, এবিডিপি তাদের শাখা সংগঠন নয়। কিন্তু এবিডিপি-এসএফআই সংঘর্ষের পর বিজেপির নেতা-কর্মীদের থানায় উপস্থিতি এবং সেখানে সংঘাত জড়িয়ে পড়ায় রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে— দুই ছাত্র সংগঠনের বিরোধ কীভাবে শেষপর্যন্ত দুই রাজনৈতিক শিবিরের সংঘাতে রূপ নিল? বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের দাবি, এবিডিপির ছাত্ররাই মার খেয়েছে এবং তারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। এসএফআই এবং সিপিএমের লোকজন তাদের মেরেছে। এবিডিপির হয়ে বিজেপির নেতারা থানায় গিয়ে আইনজীবী ও সিপিএমের নেতৃত্বকে মারধর করেছেন বলে এসে অভিযোগ উঠেছে, সেই প্রসঙ্গে নিমাই বলেন, ‘আমাদের দলের কেউ থানায় গিয়ে গোলমাল করলে, তা জানা নেই। শুনতে হবে কারা গিয়েছিলেন।’

মঙ্গলবার রাতের উত্তম পাল, তীর্থ দাস সহ বাম নেতাদের নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে যান আইনজীবী তথা বাম নেতা সায়িক চক্রবর্তী। সেখানেই ফের উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, থানার মধ্যেই সায়িককে মারধর করা হয় এবং তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনার পর রাতেই

রাত জেগে কাজ করতও কোনও অসুবিধা নেই। ২৭ বছর আগে এই কাজের শুরু। তারও আগে থেকেই স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে এসে দেখলেন, স্বামী প্রদীপ পাল এবং শশুর ও শাশুড়ি প্রতিমা তৈরির কাজ করেন। মাটির সেই কাজই ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে নিল। ছবি



প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত দুলাদেবী।

রাত জেগে কাজ করতও কোনও অসুবিধা নেই। ২৭ বছর আগে এই কাজের শুরু। তারও আগে থেকেই স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে এসে দেখলেন, স্বামী প্রদীপ পাল এবং শশুর ও শাশুড়ি প্রতিমা তৈরির কাজ করেন। মাটির সেই কাজই ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে নিল। ছবি

পাকড়াও ২

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : কালিম্পাংয়ে দেড় লক্ষ টাকা চুরি করে শিলিগুড়িতে এসে বাইক কেনার অভিযোগ। তবে শেষরক্ষা হল না। প্রধাননগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় অভিযুক্ত দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে কালিম্পাং থানার পুলিশ। ধৃত দুজন কালিম্পাংয়ের বাসিন্দা। বুধবার রাতে ওই বাইকে চেপেই ঘুরছিল দুই অভিযুক্ত। যদিও শেষপর্যন্ত বাইক সহ পাকড়াও হয়। তাদের থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে পাকড়াও করল পঞ্জাব পুলিশ। ধৃত আদতে বিহারের বাসিন্দা। তবে তিনি শিলিগুড়ির রেলস্টেশনে মার্কটে শ্রমিকের কাজ করেন। বুধবার সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নিয়াতিতার পরিবারের পরিচিত। সেই সূত্র ধরে পঞ্জাবের সালেমপুরে কিছুদিন ছিলেন। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে ওই রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিরোধীদের না ডাকায় বিতর্ক পুরনিগমে সাফাইয়ে শক্তি বাড়ল

নিতাই সাহা
এদিনের অনুষ্ঠানে পুরকর্মীদের কাজ নিয়েও কড়া বাতাই দেন মন্ত্রী। তার বক্তব্য, ‘বেশ কিছু মানুষ
চলবে। এটা কিন্তু হবে না। কাজ না করে ফাঁকি দিলে প্রয়োজন অনুসারে আইনমতো পদক্ষেপ করা হবে।’ সাফাই ব্যবস্থায় কর্মী ও সুপারভাইজারের সংখ্যা নিয়েও মন্তব্য করেন শংকর। তিনি বলেন, ‘বেশ কিছু ওয়ার্ডে রাস্তা ও ড্রেন পরিষ্কারের কাজে যুক্ত পাঁচজন কর্মী পিছু একজন সুপারভাইজার হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে তারা কাজ পেরিয়েছেন। তাঁরা ঘুরে বেড়ান, মাঝেমাঝে কাজ দেখে। এই সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। যেখানে লোকবল কম রয়েছে, সেখানে বদলি করা হবে।’ দিনকয়েক আগে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাফাইকর্মীদের একাংশ কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছিলেন বটে, তবে বিধায়কের এদিনের বক্তব্যে সাফাইকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ ওঠেনি।
এদিকে, নতুন গাড়ির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়েছে। মন্ত্রী শংকরের পাশে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানে সবুজ পতাকা নাড়েন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির অমিত জৈন। অনুষ্ঠানে

■ নতুন ১২টি গাড়ির মধ্যে রয়েছে ১৯ টনের ছ’টি ডাম্পার, ৯ টনের দুটি ডাম্পার এবং চারটি আর্থমুভার
■ বর্তমানে শহরে ডাম্পারের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮
■ আর্থমুভার রয়েছে ১৬টি

তরুণীকে হেনস্তা

খড়িবাড়ি, ৭ অক্টোবর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাজারে ভরসারোই এক তরুণীকে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগে এক মদ্যপ তরুণকে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কি বাজারে রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল এক তরুণী। সেই সময় মদ্যপ অবস্থায় নকশালবাড়ির লালজিজোতের বাসিন্দা কৃষ্ণ রায় ওই তরুণীকে শারীরিক হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। তরুণীর চিকিৎকা শুনে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ছুটে এসে ওই তরুণীকে আটক করেন এবং পরবর্তীতে পুলিশের হাতে তুলে

দেন। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।
হাইস্পিড গাড়ি পাচ্ছে পুলিশ
শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : পুজোর আগেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রতিটি থানা টহলদারি জানা একটি করে হাইস্পিড গাড়ি পেতে চলেছে। মহালয়ার দিন কিংবা তার পরে প্রতিটি থানার হাতে এই গাড়ি তুলে দেওয়া হবে। পুজোর আগেই হাইস্পিড গাড়ি পেতে চলায় কিছুটা স্বস্তি কমিশনারেটের

অন্দরে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, টহলদারি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য এই গাড়িগুলি খুবই উপযোগী।
নাবালিকা উদ্ধার
খড়িবাড়ি, ৭ অক্টোবর : নাবালিকাকে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত সহদেব কুন্ডুর বাড়ি মালবাজার। মঙ্গলবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও এসএসবির যৌথ উদ্যোগে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড় থেকে সেই নাবালিকা ও সহদেবকে আটক করা হয়। পরিবারের দাবি, দিল্লির এক তরুণের সঙ্গে নাবালিকার সম্পর্ক ছিল এবং তাকে ফুসলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। পরে মটেলি থানার পুলিশ নাবালিকাকে পরিবারের হাতে

গ্রেপ্তার ৩০
শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : স্কুল-কলেজের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত নেশার সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে ৩০ জন দোকানদারকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। সেইসঙ্গে প্রচুর সিগারেট, বিডি ও খইনি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বুধবার কমিশনারেটের সাতটি থানা এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। আগেই দোকানদারদের সতর্ক করা হয়েছিল। তার পরেও স্কুল-কলেজের সামনে বিক্রি চলছিল বলে অভিযোগ। নেতাজি হাইস্কুল, বরুজ হাইস্কুল, মাগারেট স্কুল সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলে।

শেষমেশ বিড়াল

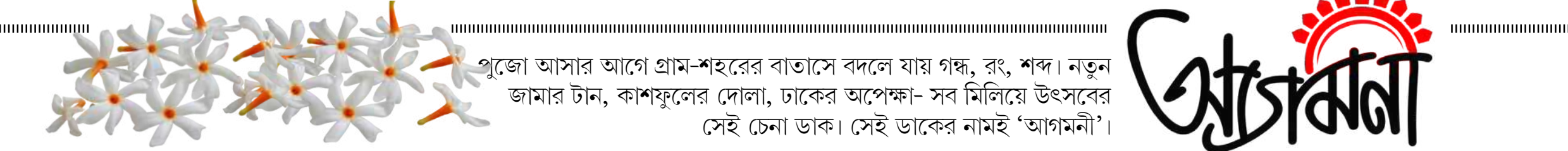
শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ফুলবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের পুটিমারিতে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত উদ্ধার হল একটি বিড়াল। মঙ্গলবার স্থানীয়রা এলাকায় চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেন। খবর পেয়ে আমবাড়ি রেলগেজ বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ধান থেকে তজাশি শুরু করেন। মঙ্গলবার রাতেই বোপ থেকে বিড়ালটিকে উদ্ধার করা হয়। এরপর পুটিমারি এলাকার বাসিন্দাদের চিতাবাঘের আতঙ্ক কাটে।

গর্ত ভরাট

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : অবশেষে ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসের থানাপদ ভরাটের কাজ শুরু হল। বুধবার রাতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে কাজ শুরু হয়েছে। এদিন রাতেই গর্ত ভরাটের কাজ শেষ হবে। কর্তৃপক্ষের তরফে এক আধিকারিক বলেন, ‘পুজোর সময় ওই পথ দিয়ে চলাচলে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতে কোন্ট্রিবিউন ব্যবহার করে কাজ করা হচ্ছে।’

মিছিল

চোপড়া, ৭ অক্টোবর : রায়গঞ্জে মঙ্গলবার বাম নেতৃত্ব ও ছাত্রদের উপর হামলার অভিযোগে বুধবার চোপড়ায় প্রতিবাদে নামল সিপিএম। দাসপাড়া পঞ্চায়েতের পোয়াবাড়ি হাটে চোপড়া-২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শিকার মিছিল ও পথসভা হয়।



প্রতিমা গড়ায় দুলোই যেন দশভুজা



প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত দুলাদেবী।

রাত জেগে কাজ করতও কোনও অসুবিধা নেই। ২৭ বছর আগে এই কাজের শুরু। তারও আগে থেকেই স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে এসে দেখলেন, স্বামী প্রদীপ পাল এবং শশুর ও শাশুড়ি প্রতিমা তৈরির কাজ করেন। মাটির সেই কাজই ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে নিল। ছবি

আঁকার কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না। খাতায় বসে প্রতিমার প্রাথমিক নকশা এঁকে নেওয়ার দক্ষতাও ছিল না। কিন্তু নিজের পায়ের দাঁড়ানোর দেহটাই শেষপর্যন্ত পথ দেখায়। দুলা বলেন, ‘স্বামীর কাছে ঠাকুর তৈরি শেখার হাতেখড়ি। কীভাবে প্রতিমার প্রতিটি কাজ করা হচ্ছে, তা মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। প্রথমে মাটি মাখা, খড় বাঁধা— এসবের কাজ করেছি। আস্তে আস্তে একটু

একটু করে সম্পূর্ণ প্রতিমা তৈরির কাজ শিখেছি।’
শেখার সেই দিনগুলি এখন ইতিহাস। পুজো উদ্যোক্তাদের চাহিদা শুনে নেওয়া থেকে শুরু করে প্রতিমার মুখের আদল ঠিক করা, খড় বাঁধা, এঁটেল মাটির প্রলেপ, শুকানো, রং করা, সাজানো— পুরো কাজটাই নিজের হাতে সামলান দুলা।
প্রদীপও স্ত্রীর দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে গর্ব লুকোন না। হেসে বলেন, ‘খুব যত্ন নিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ করে থাকে।’ ব্যস্ততার এই সময়টায় মেয়ের পাশে থাকেন মা মেনকাদেবীও। পুজোর দিনগুলিতে মেয়ের সংসারের কাজ সামলাতে শিলিগুড়িতে চলে আসেন তিনি। মেয়ের তৈরি প্রতিমা দেখে তারও চোখ জুড়িয়ে যায়।
নিজের তৈরি প্রতিমা মণ্ডপে গিয়ে দেখার সময় পান না দুলা। কয়েক মাস ধরে টানা পরিষ্কারের পর ক্রাবের লোকজন প্রতিমা নিয়ে শেল শরীর বিশ্রাম চায়। দুলায় কথায় সেই আক্ষেপের সুরও শোনা গেল, ‘আমার তৈরি প্রতিমা দেখে এসে যখন সবাই খুব প্রশংসা করে, তখন খুব ভালো লাগে। কিন্তু নিজের দেখা হয় না।’



আগমনীর ছোঁয়া।।
গুলমায় দীপেন্দ্র দত্তের তোলা ছবি।

সুরভিতে সত্যজিতের রঙিন দুনিয়া

রহিদুল ইসলাম
মেটেলি, ৭ অক্টোবর : বাংলা ও বাঙালির গর্ব সত্যজিৎ রায়। সাহিত্য রচনা থেকে শুরু করে সিনেমা পরিচালনা কিংবা ছবি আঁকা- শিল্পের একাধিক ক্ষেত্রে তার অব্যাহ বিচরণ। এক কথায় তিনি জিনিয়াস।
মেটেলি সুরভি সাংস্কৃতিক সংস্থার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ এবার সত্যজিতময়। শিল্পীর কালজয়ী সব সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে ২০তম বর্ষে সুরভির নিবেদন ‘দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সত্যজিৎ রায়’।
চলতি বছর ২ মে ছিল সত্যজিতের ১০৫তম জন্মদিন। তাই তাকে শ্রদ্ধা জানাতেই মেটেলির জনপ্রিয় পুজো কমিটি সুরভি সাংস্কৃতিক সংস্থার এই মণ্ডপ ভাবনা। আরোহকদের দাবি, এটি শুধু একটি মণ্ডপ নয়, বরং সত্যজিতের শিল্পকর্মের এক জীবন্ত মিউজিয়াম। অস্কারজয়ী পরিচালকের সিনেমা, গল্প, ছবি— সবকিছুর এক অনুবাদ্য কোলাজ ফুটে উঠবে মণ্ডপজুড়ে।
উদ্যোক্তারা জানানেন, পথের পাচালী, অপরাজিত, অপূর সংসার, চারুলতা, নায়ক, অরণ্যের দিনরাত্রি, সোনার কেল্লা, জয় বাবা ফেলুনাথ, হীরক রাজার দেশে, গুণী গাইন বাবা বাইন সহ সত্যজিতের বিখ্যাত সব সিনেমার দৃশ্যপট মণ্ডপে তুলে ধরা হবে চিত্রকলার



মাথামে। মেটেলি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হয়েছে বিশাল মণ্ডপ তৈরির কাজ। চলসার নামকরা চিত্রশিল্পী সংকর্ষণ মজুমদার রং-তুলিতে সত্যজিতের সিনেমার বিভিন্ন আইকনিক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলছেন। যেমন, পথের পাচালী সিনেমায় অপূ-দুর্গার ট্রেন দেখার সেই দৃশ্য। উদ্যোক্তাদের দাবি, মণ্ডপে পা রাখলে দর্শনাধীদের মনে হবে তাঁরা যেন সত্যজিতের সিনেমার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। অন্য মণ্ডপ ভাবনার সঙ্গে থাকছে আধুনিক ও থিমের সঙ্গে মানানসই আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা।
মেটেলি সুরভি সাংস্কৃতিক সংস্থার পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ বসু বলেন, ‘আমরা চাই নতুন প্রজন্ম সত্যজিৎ রায়কে জানুক। তাঁর সিনেমা মানে শুধু বিনোদন নয়, তার প্রতিটি সিনেমার মধ্যে ধরা পড়ে তৎকালীন সমাজ ও দর্শন। তাই ‘দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সত্যজিৎ রায়’-এর মাধ্যমে আমরা



সেঙ্গাসের দ্বিতীয় ধাপের প্রশিক্ষণ শুরু

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : জনগণনার প্রথম ধাপে ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে হাউস লিস্টিংয়ের কাজ। এবার দ্বিতীয় ধাপে পপুলেশন এনুমারেশনের কাজ শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ২০২৭ সালের জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সেই কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রস্তুতির জন্য প্রথম দফায় চার্জ লেভেল অফিসারদের প্রশিক্ষণের কাজে গতি আনা হল। সেঙ্গাস দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণের একাধিক জেলায় চার্জ লেভেল অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বৃথবার থেকে শিলিগুড়িতে সেই প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হল।

সেঙ্গাস দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর কেকা ঘোষ দাসের উপস্থিতিতে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। জয়েন্ট ডিরেক্টর বলেন, ‘ইতিমধ্যে জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কাজ অনেকটাই শেষ করা সম্ভব হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও দ্রুততার সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।’ এদিন সকাল থেকে শিলিগুড়ি পুনর্নিগমেয় সভাকক্ষে চার্জ লেভেল আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়। সেখানে সিটি সেঙ্গাস অফিসার, ওসি সেঙ্গাস, চার্জ অফিসার, অ্যাডিশনাল চার্জ অফিসার, চার্জ ব্লক, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ অন্যান্য সেঙ্গাস অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণের শেষ দিন। একইভাবে জেলার সদর কা্যালিয়েও প্রশিক্ষণ শিফিরের আয়োজন করা হবে বলেও সূত্রের খবর।

পুনর্নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, চার্জ লেভেল আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ শেষে মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ করানো হবে। পরবর্তী ধাপে মাস্টার ট্রেনারেরা ফিল্ড ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ দেবেন। সবচেয়ে এনুমারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে চলতি বছর শেষের আগেই এই প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করার চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের শেষে নতুন বছরের শুরুর দিকেই এনুমারেটরেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পপুলেশন এনুমারেশনের কাজ করবেন। পপুলেশন এনুমারেশনের প্রথম পর্বে সেলফ এনুমারেশনের সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রে শহরের বাসিন্দারা নির্দিষ্ট পোটালে লগ-ইন করে সম্পূর্ণ তথ্য আপলোডের সুযোগ পাবেন। সেঙ্গাস আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, হাউস লিস্টিংয়ের ক্ষেত্রে ‘এক হাউ’ কনসেপ্ট ছিল। তবে, পপুলেশন এনুমারেশনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেলফ এনুমারেশন করতে হবে পৃথকভাবে। পরবর্তী ধাপে এনুমারেটরেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজ করবেন বলে খবর। তার আগে দ্রুত চার্জ লেভেল অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে বর্তমানে। এনও পর্বত জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান সহ একাধিক এলাকায় প্রশিক্ষণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আগামী সপ্তাহে কালিঙ্গা জেলার চার্জ অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, পুজোর আগেই সিংহভাগ প্রশিক্ষণ পর্বের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে অশান্তি

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : মহাভারত কলোনিতে একটি ক্লাবের কালীপুজোর মিটিংকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার একটি ক্লাবের কালীপুজোর মিটিংয়ের সময় দু’পক্ষের মধ্যে বায়োলার পেশপাত হয়। পরবর্তীতে ওই ঝামেলা হাতহাতিতে পর্যবসিত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খালপাড়া ফাড়ির পুলিশ। বোমাল অসবস্থায় ছজ্জুতি করার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃথবার খুতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের জামিনের আবেদন পূর্ণ করেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও পক্ষের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : জেলায় মাখনা চাষের পরিবেশ ও পরিস্থিতি আছে কি না, কেউ জানেন না। সরকারি উদ্যোগও নেই। এই অবস্থায় বাবসারীর হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে মাখনা ব্যবসায়ীরা এসে জেলায় মাখনা চাষ শুরু করেছেন। সেখানে মাখনা চাষে হাত পাকাচ্ছেন স্থানীয় চাষিরাও। জলপাইগুড়ি সদর রকের বোদাগঞ্জের তিস্তার চর এলাকায় এভাবেই প্রথম মাখনার চাষ শুরু হয়েছে। ধান-ভুট্টার পরিবর্তে মাখনার চাষে হাতির উপদ্রব সাময়িক হলেও কমছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য।

জলপাইগুড়ির বারোপাটিয়া নতুনবঙ্গ পঞ্চায়েতের বোদাগঞ্জের তিস্তা নদীর চরে স্থানীয় কৃষকদের দখলে থাকা এমন ১০০ বিঘা

দুই গোষ্ঠীর টানা পোড়েনের পর স্বস্তি

প্রধান পদে বিজেপির সুমতি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুমতি রায়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রাক্তন প্রধান মিতালি মালাকারের পদত্যাগের পর নতুন প্রধান কে হতে চলছে তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছিল। মিতালি জানিয়েছিলেন, বিজেপির মণ্ডল কমিটির চাপে পড়েই তিনি পদত্যাগ করেছেন। জানা গিয়েছে, মণ্ডল কমিটির তরফে প্রধান হিসেবে একজনের নাম ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের অনেকেই আবার একত্রে চারজনের একটি নামের তালিকা তৈরি করেছিলেন। প্রাক্তন প্রধান মিতালি এবং বর্তমান উপপ্রধান সুপেন রায় দুজনেই জানিয়েছিলেন, ওই নামের তালিকা থেকে কেউ প্রধান হিসেবে নিবাচিত হলে কোনও সমস্যা নেই। এদিন সকাল থেকেই পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কাদের পছন্দের মানুষ প্রধান পদ পান তা নিয়ে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। প্রধান নিবাচন শেষে আবার সদ্য প্রাক্তন প্রধান ও এক বিজেপি কর্মী বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন।

এদিন পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা নেতৃত্ব, প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ফকদইবাড়ি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সুমতি রায়কে প্রধান পদ দেওয়া হয়। তবে জানা গিয়েছে, মণ্ডল কমিটির তরফেও একটি নাম প্রস্তাব করা



ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান সুমতি রায় (বাদিকে)।

হয়েছিল। তবে আলোচনার তা খোপে টেকেনি। তবে নতুন প্রধানকে নিয়ে এদিন তৃণমূলের কিছু পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যেও বেশ উৎসাহ দেখা যায়। সুমতির আশপাশেই থাকতে দেখা যায় তৃণমূলের সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়কে। এদিকে, সদ্য প্রধান পদে নিবাচিত হওয়া সুমতি বলেন, ‘আমাকে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত দল নিয়েছে। দলের ওপরে কিছুই নেই।’

এদিন নতুন প্রধানকে ঘিরে ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ও কিছু তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যরা উল্লাসে মেতে ওঠেন। যদিও বেলা গড়তে সেই আনন্দে তাল কাটেন। পঞ্চায়েত অফিসের সামনেই প্রাক্তন প্রধান ও এক বিজেপি কর্মীর মধ্যে অশান্তি বাঁধে। প্রাক্তন প্রধানকে দেখে কোনও মন্তব্য করতেই দৃষ্টিতে বাদানুবাদ শুরু করেন। বিষয়টি ধাক্কাধাক্কিতে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মণ্ডল কমিটির সদস্যদের হস্তক্ষেপেই পরে

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এনিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি বুবাই ধর বলেন, ‘সুমতি রায়কে সর্বসম্মতিক্রমেই প্রধান পদ দেওয়া হল। তবে আমাদের দলে নেতৃত্বের রদবদল হয়, কাজেরও পরিবর্তন হয়। মিতালি মালাকারকে সংগঠনের অন্য কোনও কাজে লাগানো হতে পারে। এদিন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি। সর্বসম্মতভাবেই সিদ্ধান্ত হয়েছে।’ কিছুদিন আগে প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন এলাকার বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। সেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই বুবাই বলেন, ‘কে কী বলেছে সেই কথা’র উত্তর দলের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে না।’ পাশাপাশি মিতালি মালাকার মণ্ডলের চাপের যে অভিযোগ তুলেছিলেন সেই বিষয়েও জেলা কমিটির নেতাকে প্রশ্ন করা হলে কেউ কোনও উত্তর দিতে রাজি হননি।

বালির মূল্য নিয়ে অভিযোগ

খড়িবাড়ি, ৭ অক্টোবর : খড়িবাড়ির ডুমুরিয়া নদী ঘাট থেকে বালির অতিরিক্ত রয়্যালটি নেওয়ার অভিযোগ উঠল ইজারাদারের বিরুদ্ধে। এছাড়াও চালানে বালি পরিবহণের সময় মাত্র এক ঘণ্টা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে এদিন স্থানীয় বাসিন্দা, ট্রাস্টারচালক ও পরিবহণ শ্রমিকরা খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্থার দপ্তরে ইজারাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও জেলা শাসককে মেল মারফত অভিযোগ জানানো হয়।

১ অক্টোবর ঘাট চালু হওয়ার পর থেকে ইজারাদার বালির নতুন মূল্য ধার্য করেছেন বলে অভিযোগ। গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ উঠে যাওয়ার আগে ১০০ সিএফটি বালির দাম ২৫০০ টাকা নেওয়া হত। পরিবহণের জন্য সময় দেওয়া হত ৪ ঘণ্টা। ফলে একটি ট্রাক্টর খড়িবাড়ি এলাকায় অনায়াসে অল্পত দু’তিন ট্রিপ দিতে পারত। এক ট্রাক্টর বালির দাম পড়ত ৯০০-১২০০ টাকা। এক ট্রাক্টর বালি গৃহস্থের কাছে সবায়িক ১৬০০ টাকায় বিক্রি হত। বর্তমানে মাত্র এক ঘণ্টা সময় দেওয়ায় এক ট্রিপ করা যাচ্ছে এখন।

বিটু জয়সওয়াল বলেন, ‘২৫০০ টাকায় এক ট্রাক্টর বালি কিনে ৩০০০ টাকায় বিক্রি করতে হবে। যা গৃহস্থের পক্ষে কেনা প্রায় অসম্ভব। তাই আমরা দ্রুত রয়্যালটি কমানো এবং পরিবহণের সময় বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছি।’ খড়িবাড়ি বিএনএলআরও প্রতীমা সুব্বা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন। এদিকে, ইজারাদার প্রকাশ থাপা জানিয়েছেন, ইজারা আমাদের সঙ্গে ঠেকে বসার আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহেই বৈঠকের কথা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা বনবে শামিল হছি না।’ একইভাবে ফুলেশ্বরী খুরো মংসা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমীর দাস বলেন, ‘আমরা আপাতত বনবে শামিল হছি না।’ যদিও এই বনষের পক্ষে সংয়াল করে বৃহস্পতিবার পথে নামতে চলেছেন ফুলেশ্বরী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। রেলগেটের সামনে একজেট হয়ে তিন শতাধিক ব্যবসায়ী অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন।

সুপারগের সভাপতি প্রদেবজিৎ চক্রবর্তী বলেন, ‘অন্তত হটিাপথে যাতে চলাচল করা যায় সেই সুবিধা করে দেওয়া হলে ব্যবসায় ক্ষতি হবে না।’

নয়া পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : সংস্কারের পর আরও উন্নত পরিষেবাযুক্ত অপারেশন থিয়েটার পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রস্তুতি বিভাগ। বৃহস্পতিবার থেকে এই অপারেশন থিয়েটার চালু হবে। অপারেশননের পরে মহিলাদের পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য বিশেষ বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে চারটি শয্যা থাকছে। পাশাপাশি এইচআইভি বা অন্য কোনও সংক্রামক রোগ ঠেকাতে এখন থেকে পৃথক ব্যবস্থা থাকছে। এইচআইভি সংক্রামিত রোগীদের আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য আলাদা দরজা থাকবে।

এরই সঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে প্রস্তুতি বহির্ভাগে নতুন ইউএসজি পরিষেবা চালু হচ্ছে। প্রস্তুতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেছেন, ‘সংস্কারের পর অপারেশন থিয়েটারে নতুন কিছু ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। পাশাপাশি বহির্ভাগে ইউএসজি চালবে। এর ফলে প্রস্তুতি বিভাগে আসা রোগীরা আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।’ অন্যদিকে বৃহস্পতিবার মেডিকলে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক বসছে। সেখানে রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বিশদে আলোচনা হবে বলে হাসপাতাল সুপার কৌশিক দীশের জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ৭ অক্টোবর : বাংলা-বিহার সীমানায় চেকরমারির কাছে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃথবার ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনক সিংহ (২৩) নামে এক তরুণ প্রাণ হারানেন। সংঘর্ষে বাইক আরোহী অজয় পাহান শুকতর আহত হন। বিকাশ বিহারের গৌড়ভাগের বাসিন্দা ছিলেন। খড়িবাড়ি কুমারসিংজোতের বাসিন্দা অজয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ তদন্ত শুরু করছে।

বৃথবার বিকালে ওই দুই তরুণ বাইক ঠাকুরগঞ্জ থেকে খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। চেকরমারি এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুজনকে প্রথমে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিকাশকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে অপরজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়।

পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : বৃথবার মহানন্দা ঘাট সহ শহরের বিভিন্ন বড় পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করলেন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। তিনি এদিন প্রথমে মহানন্দা ঘাট পরিদর্শন করেন। বিসর্জনের দিন গাড়ি ঘাট থেকে যেই রাস্তা দিয়ে বেরোবে সেটা পুলিশ কমিশনার পরিদর্শন করেন। এর পাশাপাশি ঘাটের যে দুটো জায়গায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে সেই জায়গা দুটোর পরিস্থিতিও তিনি খতিয়ে দেখেন। এরপর পুলিশ কমিশনার সেন্ট্রাল কলোনি, দাদাভাই ক্লাব, সূরত সংখ, রথখোলা ও রবীজ সংঘের মণ্ডপ পরিদর্শন করেন। বেশ কিছু মণ্ডপ থেকে বেরোনার রাস্তা নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সেই রাস্তাগুলো আরও প্রশস্ত করার নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠক

চোপড়া, ৭ অক্টোবর : এখনও বোনাসের টাকা হাতে পাননি উত্তর দিনাজপুরের আধিকাংশ চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারী। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির দক্ষিণিং মোড় সংলগ্ন দাগপুর কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ভবনে বৈঠক ডেকেছে শ্রম দপ্তর। ওই বৈঠকে উত্তরবঙ্গ জোনের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার উপস্থিত থাকলেন। বাগান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নথি সহ হাজির থাকতে বলা হয়েছে। ইসলামপুরের জয়েন্ট লেবার কমিশনার লীপনারায়ণ ভাণ্ডারী বলেন, ‘বোনাস নিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠক ডাকা হয়েছে।’ দেবীবোরা চা বাগানের জমি সংক্রান্ত জটের জেরে বোনাস নিয়ে তৈরি সমস্যার বিষয়ে বৃথবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে।



ঘরে ফিরছেন দুই মাঝি। কোচবিহারে মারুগঞ্জে ঘরঘরিয়া নদীতে ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায়।

কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে আশঙ্কা

নজরে ভিবি-জি রাম জি প্রকল্প

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : পুজোর আগে ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের কাজের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিল রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। চলতি অর্থবর্ষে জিটিএ এলাকার জন্য ৪৩.৪৪ লক্ষ কর্মদিবস এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার জন্য ১৫.২৬ লক্ষ কর্মদিবসের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২.৭৫ শতাংশ কর্মদিবস পূরণ হয়েছে। অনেক জেলাতে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ কাজ হয়েছে। অর্থবর্ষের বাকি সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রশাসনের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে যে গতিতে কাজ হচ্ছে তাতে এই অর্থবর্ষে শেষে মহকুমায় মাত্র ১.২৬ লক্ষ কর্মদিবস পূরণ হতে পারে। তা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। এর ফলে শ্রমিকরা যেমন কম কাজ পেতে পারেন তেমনি এই প্রকল্পের অধীনে উন্নয়নমূলক কাজের পরিমাণও কম হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ‘কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর পরে কাজের গতি বাড়বে। মজুরির বিষয়টি রাজ্য দেখছে।’

এই প্রকল্পের অধীনে তিন মাস কাজ হওয়ার পরেও এখনও শ্রমিকরা মজুরি পাননি বলে জানা গিয়েছে। পুজোর আগের মজুরি না পেলে কাজ না করার ইচ্ছায়রি দিয়েছেন অনেকে। অন্যদিকে, জেলা এবং মহকুমা প্রশাসনের

আধিকারিকরা গ্রাম পঞ্চায়েত আধিকারিকদের দ্রুত কাজ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। সাড়াশি চাপে পঞ্চায়েত আধিকারিকরা দিশেহারা হয়ে পড়ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পঞ্চায়েতের এক আধিকারিক বলেন, ‘৩০০ টাকা হাজিরাতে কাজ করতে চান না অনেকে। তাও মজুরি বকেয়া।’



■ **চলতি অর্থবর্ষে**
জিটিএ এলাকার জন্য ৪৩.৪৪ লক্ষ কর্মদিবসের লক্ষ্য দেওয়া ছিল

■ **শিলিগুড়ি মহকুমা**
পরিষদ এলাকার জন্য ১৫.২৬ লক্ষ কর্মদিবসের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে

■ **অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ**
পর্যন্ত মহকুমা পরিষদ এলাকায় লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২.৭৫ শতাংশ কর্মদিবস পূরণ হয়েছে

পুজোর আগে শ্রমিকদের হাতে টাকা দিতে না পারলে কাজে অনিহা থাকা স্বাভাবিক। অন্যদিকে, আধিকারিকরা কাজের জন্য চাপ দেওয়ায় আমাদের সমসায় পড়তে হচ্ছে।’ এই পরিস্থিতিতে ভুয়ো কাজের হিসেব বাড়ছে বলে অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে কাজ না করেও

শোকজ

চোপড়া, ৭ অক্টোবর : বেআইনিভাবে কাঠমিল চালানোর অভিযোগে চোপড়া রেঞ্জের অধীন চোপড়া, ইসলামপুর ও গোয়ালপোখর-১ ব্লকের ২০টি কাঠমিলের মালিককে শোকজ করল বন দপ্তর। ইতিমধ্যে তাঁদের হাতে নোটিশ পৌঁছেছে। কেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী সাতদিনের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে।

শোকজের জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈধ নথিপত্র ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে ওই কাঠমিলগুলি চলছিল। রাস্তার ধারের আকাশমণি, সেপ্তম সহ বিভিন্ন গাছ কেটে চেরাই করে বিক্রি করে দেওয়া এবং চা বাগানের ছায়াগাছ চুরির অভিযোগও রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। গত জুলাইয়ে করণদিধি রেঞ্জের চাকুলিয়া ব্লকে পাঁচটি কাঠমিলে অভিযান চালানোর পর চোপড়া রেঞ্জেও নজরদারি শুরু হয়।

সহকর্মীর মেয়েকে ধর্ষণে ২০ বছরের জেল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : পড়াশোনা শেখানোর নাম করে লক্ষ্মী একা বিষয়টি দেখে ফেলেন। হিমাচলপ্রদেশ থেকে সহকর্মীর নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাকে ধর্ষণ করায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। তার ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হওয়া সুনীল ওরাও শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার অন্তর্গত ধানকোরা চা বাগান এলাকার বাসিন্দা। ধর্ষণের ঘটনার পর দুই বছর ধরে কাস্টিউ ট্রায়াল চলার পর মঙ্গলবার প্রথমে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের অ্যাডিশনাল সেশন জাজ ফার্স্ট কোর্টের বিচারক দেবকুমার গোস্বামী ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বৃথবার দোষীর সাজা ঘোষণা হয়। ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি সুনীলকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড, তাকে ভোগ করতে হবে।

জানা গিয়েছে, সুনীল হিমাচলপ্রদেশে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিল। সেখানে এক ব্যক্তি সুনীলের সঙ্গে কাজ করতেন। সেই সহকর্মীর ৬ বছরের ওই নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। দুই মাস ধরে সাজার মধ্যে ১৮ বছর তাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে বাধ্যকরা চা বাগানে নিজের ধানিতে নিয়ে আসেন। দুই মাস মেয়েটি সুনীলের বাড়িতে ছিল। কিন্তু সেই বছর ২৯ সেপ্টেম্বর

রাতে বাড়ির পেছনে ওই নাবালিকাকে সুনীল ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। সুনীলের স্ত্রী লক্ষ্মী একা বিষয়টি দেখে ফেলেন। লক্ষ্মী স্থানীয় একটি সমাজসেবী সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পরদিন অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মী খড়িবাড়ি থানায় স্বামী বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ পকসো ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে সুনীলকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে, গ্রেপ্তারির পর থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

দুই বছর সুনীলের কাস্টিউ ট্রায়াল চলছে। ট্রায়াল চলাকালীন ১৬ জন সাক্ষী আদালতে নিজদের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সাজার মধ্যে ১৮ বছর তাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে বাধ্যকরা চা বাগানে নিজের ধানিতে নিয়ে আসেন। দুই মাস মেয়েটি সুনীলের বাড়িতে ছিল। কিন্তু সেই বছর ২৯ সেপ্টেম্বর

বিষয়টি নিয়ে সরকারি আইনজীবী সুনন্দা সরকার বলেন, ‘কাস্টিউ ট্রায়াল চলাকালী য়েহেতু দুই বছর ওই ব্যক্তি জেলে ছিল, সেই কারণে ২০ বছরের সাজার মধ্যে ১৮ বছর তাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।’ ওই নাবালিকাকে ৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।’

তিস্তাচরের জলাজমিতে মাখনার চাষ



বোদাগঞ্জে তিস্তার চরের জলাজমি থেকে কাটা মাখনা তুলছেন দক্ষ শ্রমিকরা।

জমানজুর হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন তাঁরা। জমি তৈরির পাশাপাশি চাষের কাজের বিনিময়ে ৩০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা মজুরিও দেওয়া হয়েছে।

তবে জমি থেকে মাখনা তোলার কাজ স্থানীয়দের দিয়ে সম্ভব নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে মালদার মাখনা ব্যবসায়ীরা জানেন, জলের মধ্যে কাটাজাতীয় মাখনা গাছ থেকে ফল তুলতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। এই কাজে পারদর্শী শ্রমিকরা আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুর এবং পার্শ্ববর্তী

বিহারের কিছু জেলা থেকে। সকালে জলে নামলে দুপুরের পর মাখনা তুলে উভায় ওঠেন শ্রমিকরা। জলাজমি থেকে প্রতি কেজি মাখনা তুললে ২৫ টাকা করে মজুরি দেওয়া হয়। তিস্তার চরে তাই বিহার ও মহাদার শ্রমিকরা তাদের বৈধিক্সে মাসনাকের আগে। তাঁদের থেকেই মাখনা তোলার কায়দা শেখার চেষ্টা করেছেন স্থানীয় চাষিরা। কাটা মাখনা বোদাগঞ্জ থেকে ট্রাকে বস্তাবন্দি করে ইয়াশিররা নিয়ে গিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরে। এখন ১৫-২০ বিঘা জমিতে থাকা মাখনাও তুলতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। এই কাজে পারদর্শী শ্রমিকরা আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুর এবং পার্শ্ববর্তী

বিহারের আদ্রা, মধ্যপুর, আরারিয়ার মতো কিছু এলাকা থেকে। খই কিনে উভায় ওঠেন শ্রমিকরা। জলাজমি থেকে প্রতি কেজি মাখনা তুললে ২৫ টাকা করে মজুরি দেওয়া হয়। তিস্তার চরে তাই বিহার ও মহাদার শ্রমিকরা তাদের বৈধিক্সে মাসনাকের আগে। তাঁদের থেকেই মাখনা তোলার কায়দা শেখার চেষ্টা করেছেন স্থানীয় চাষিরা। কাটা মাখনা বোদাগঞ্জ থেকে ট্রাকে বস্তাবন্দি করে ইয়াশিররা নিয়ে গিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরে। এখন ১৫-২০ বিঘা জমিতে থাকা মাখনাও তুলতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। এই কাজে পারদর্শী শ্রমিকরা আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুর এবং পার্শ্ববর্তী

বিহারের আদ্রা, মধ্যপুর, আরারিয়ার মতো কিছু এলাকা থেকে। খই কিনে উভায় ওঠেন শ্রমিকরা। জলাজমি থেকে প্রতি কেজি মাখনা তুললে ২৫ টাকা করে মজুরি দেওয়া হয়। তিস্তার চরে তাই বিহার ও মহাদার শ্রমিকরা তাদের বৈধিক্সে মাসনাকের আগে। তাঁদের থেকেই মাখনা তোলার কায়দা শেখার চেষ্টা করেছেন স্থানীয় চাষিরা। কাটা মাখনা বোদাগঞ্জ থেকে ট্রাকে বস্তাবন্দি করে ইয়াশিররা নিয়ে গিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরে। এখন ১৫-২০ বিঘা জমিতে থাকা মাখনাও তুলতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। এই কাজে পারদর্শী শ্রমিকরা আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুর এবং পার্শ্ববর্তী



বদল শুধু ঝাভায়

সুখেন্দুশেখররায়, সুস্মিতা দেব, প্রকাশ্যচিকবড়াইকের দেখানো রাস্তায় হাটলেন টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। ওই তিনজনের মতো কোয়েলও তৃণমূলের চিকিটে রাজ্যসভায় নিবাচিত হয়েছিলেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হলে তিনিও প্রথমে সাংসদপদে ইস্তফা দেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং দলের রাজ্য সভাপতি শ্রীকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে

বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। জুলাই মাসে পদত্যাগ করার সময়ই বোঝা গিয়েছিল, কোয়েল পদ্মপাতায় বসতে চলেছেন। সেই জল্পনাকে সত্যি করে প্রথমে তাঁর প্রার্থীপদ ঘোষণা এবং সবশেষে মনোনয়নপত্র জমা থেকে পরিস্কার, সবটাই হয়েছে নিখুঁত চিত্রনাট্য মেনে। এই ভোল বদলে মুখ আর মুখোশের ফারাকটা বোঝাচ্ছিল হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার সমীকরণে বদলের সঙ্গে নীতি, আদর্শ এবং দলীয় শৃঙ্খলার অবক্ষয়ের যোগ কিছু নয়।

তৃণমূলের চার রাজ্যসভা সাংসদের বিজেপির খাড়া হাতে ফের সংসদের উচ্চক্ষে পৌঁছে যাওয়ায় পরিষ্কার, মতাদর্শ বা দলের কঠিন সময়ে লড়াই করা নেতা-কর্মীদের স্থান এখন সবচেয়ে নীচে। বিধানসভার পর শ্রীকান্ত সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপির কখনও তৃণমূলিকরণ হবে না। বাস্তবে একেবারে ভিন্ন এবং বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের নীতিবিরহীনতা যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকে শুরু করেছে বিজেপি। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার এবং বিধানসভায় দুই সতাপ্রধিক বিজেপি বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল থেকে চারজনকে ভাঙিয়ে রাজ্যসভায় পাঠানোয় দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের আত্মভিমনো আঘাত লাগতে বাধ্য। দলের বর্মিয়ান নেতা তথাগত রায় ইতিমধ্যে মুখ খুলেছেন এবিষয়ে। কোয়েলের মতো সংসদীয় ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আনকোরা এবং উড়ে এসে জুড়ে বসা মুখকে সংসদের উচ্চক্ষে পাঠানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন তিনি। এই সমালোচনা বিজেপির ভিতরে তৈরি হওয়া গভীর ক্ষত ও হতাশার প্রকাশ।

প্রশ্ন উঠছে, কোয়েলের বদলে কি বিজেপিতে আর একজনও নেই, যাকে রাজ্যসভা নিবাচনে প্রার্থী করা যেত? ৪ মে-র পর যারা হটাৎ তৈরি হওয়া বিজেপি নেতাদের দাপটে দলের পুরোনো নেতারা কার্যত ব্যাকফুটে। যারা যখন বাংলায় বিজেপির অস্তিত্বই ছিল না, তখন থেকে প্রথমে সিপিএম এবং পরে তৃণমূলের হিংসার মুখে দলীয় পতাকা আঁকড়ে রেখেছিলেন। কোয়েল, সুস্মিতাদের উত্থানে তারা এখন অবহেলিত।

জনসংঘের সময় থেকে যে ক্যাডাররা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, সামাজিক কটাক্ষ ও আক্রমণ সহ্য করে বিজেপির ভিত তৈরি করেছিলেন, ক্ষমতার সুবাস বইতেই তাদের চেঁলে দেওয়া হয়েছে পিছনের সারিতে। অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর বা দল প্রসারের সময় এক বড় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তিনি দলের দীর্ঘদিনের নেতা ও ক্যাডারদের আড়ালে রাখেন সোমেনা জগৎ, ক্রীড়াঙ্গণ, সংবাদমাধ্যম এবং গ্লোবালের পরিচিত মুখগুলিকে টেনে এনেছিলেন।

সিপিএমের হাতে মার খাওয়া, বহু ত্যাগ শিকার করা তৃণমূল কর্মীদের বঞ্চিত করে ওই গ্ল্যামারাস মুখগুলিকে সংসদ ও বিধানসভায় পাঠিয়ে ক্ষমতার অলিঙ্গ সাজানো হয়েছিল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে নিষ্ঠুরভাবে। ক্ষমতার হাতবন্দ্য হতেই খাড়াই বং বালসে সেই মুখগুলি ডিগবাজি খেয়ে বিজেপির হাতে তামাক খেতে শুরু করেছেন। যে বিজেপি নেতারা তৃণমূলের এই গ্ল্যামারের রাজনীতি ও আদর্শহীনতার সমালোচনা করতেন, তারা এখন একই ফাদে পা দিয়েছেন।

এতে স্পষ্ট যে, নীতির পরিবর্তন হচ্ছে না, পরিবর্তন হচ্ছে শুধু ক্ষমতার পতাকার রংয়ের। বিজেপি হয়তো রাজ্যসভায় আসনসংখ্যা দু-একটি বাড়িতে পারল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কান্ধিত পরিবর্তন তাতে কাগজে-কলমেই আটকে থাকবে। তথাগত রায়ের তোলা অস্ত্রিকর প্রশস্তি বিজেপির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, নৈতিক অবক্ষয় এবং ক্ষমতার লোভে নীতির সঙ্গে আপসের প্রবণতাকে নগ্ন করে দিয়েছে। এই আত্মঘাতী প্রবণতা কেবল দলের ভাবমূর্ত্তিকে ধ্বংস করবে না, মানুষের মন থেকে দলগত ব্যবস্থার ওপর আস্থা চিরতরে মুছে য়ে।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিক্তির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সন্ধান যুক্ত হয়ে পাবে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বাণেশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পথায়ুক্তি আছে, উচ্চতম পথায়ি আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

—ঐশ্বরিয়া



গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হবে কবে?

গ্রন্থাগারগুলোতে কত দিন ধরে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হয় না, সেটা জানি না। কিন্তু এটা জানি যে, বেশিরভাগ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নেই এবং বহু গ্রন্থাগার প্রচুর অমূল্য বই নিয়ে অন্ধকারে শুয়ে আছে। যে কয়েকটি গ্রন্থাগারে টিমটিমে আলো জ্বলছে, সেগুলোতে এক অজুত ব্যবস্থা। দু’-তিনটি থেকে শুরু করে পাঁচ-ছটি গ্রন্থাগারের দায়ির একজন গ্রন্থাগারিককে দেওয়া হয়েছে, যা শুধু নিয়মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি একসময় যাদের পিয়ন বলা হত, এখন তাঁদের সহ গ্রন্থাগারিক বলা হচ্ছে। সেই সহ গ্রন্থাগারিকদেরও দু’-তিনটি গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনেকে বলবেন, এখন আর কে বই পড়ে? যদি মানুষ বই না পড়েন, তা হলে এত এত বই ছাপা হচ্ছে কেন? যদি মানুষ বই না পড়েন, তা হলে কিনছেন কেন? আর প্রকাশকরা তো বই

রাঙ্গালিবাঙ্গনা, আলিপুরদুয়ার।

কিন্তু এখন শিশু-কিশোরদের জন্য

বাংলায় সেরকম কোনও সিনেমা তৈরি হয় না। অল্পবয়সীরা বেশিরভাগ সময় বড়দের জন্য তৈরি সিনেমাগুলোই দেখে থাকে, যার প্রভাবে অনেক সময় তাদের মনে বিকল্প প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং পরিচালকরা মাঝে মাঝে শিশু-কিশোরদের জন্য আগের মতো নতুন বাংলা সিনেমা তৈরি করার চেষ্টা করলে যেমন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি হবে, তেমনই শিশু-কিশোরারাও তাদের চাহিদামতো নতুন বাংলা সিনেমা দেখতে পারবে। আশিস ঘোষ

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

শিশু চলচ্চিত্রের সোনালি দিন ফিরুক

একসময় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে অনেক বিশ্বেশ্ট চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, মুণাল সেন, স্বর্ধিক ঘটক, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখ পরিচালকের তৈরি করা সিনেমা সারা বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহের মতো পরিচালকরা শিশু এবং কিশোরদের জন্যও সিনেমা তৈরি করেছিলেন, যা এখনও ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও সুযোগ পেলে দেখে থাকেন।

সম্পাদক ও স্বস্থ্যধিকারী : সূবাসাটী তালুকদার। স্বস্থ্যধিকারীর পক্ষে প্রদরকাঠি চক্রবর্তী কর্তৃক সূবাসাটী তালুকদার সরকারি, সূভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০১১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িহাসা, জগদেবী ৭৩৪০৩৫ থেকে মুদ্রিত। কসলাকা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কসলাকা-৭০০০৩১। মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। ফোন : ৯৮০০৫৮৫৫৫০। ফোন : ৯৮০১২৮৯৬৩৬৩। ফোচবিহার অফিস : শিলিগুড়ি প্রবলি রোড ৭৩৪০১১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫৫০৮০৭। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ভিপিএস ব্লক, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৪১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৮৮৩৮। মালদা অফিস : নিহালি আবাসন, গাউন্ড হোম (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোপালপুরি, বাঁধ রোড। মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৫৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, ফোনেংল মালোজার : ২৪৩৫৪০৩০, বিজ্ঞাপন : ২৪২৪৭২২২/৯০৬৪৮৯০৯৬, সার্ভিসেশন : ৯৭৭৫৪৮৮৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩০৮৮৮, হোটিংসম্পাদ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswar, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26, E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangaasambad.in

শিক্ষক আছেন, সাম্মানিক নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে

একদিকে মহালয়ার অনুষ্ঠানে ১২৮ কোটি বরাদ্দ, অন্যদিকে অতিথি শিক্ষকের সাম্মানিক আটকে যাওয়ায় বিপাকে বিশ্ববিদ্যালয়।



একদিকে, শুধু একদিনের অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বিকাশ ভবন নন-স্যলারি গ্র্যান্টের টাকা না

ছাড়ায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অতিথি অধ্যাপকদের সাম্মানিক আটকে গিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সদর বিকাশ ভবন জানিয়ে দিয়েছে, তাদের ‘ভাড়ে মা ভাবানী’। এই বিষয়ে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিকাশ ভবনের হিসেবমতো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিকভাবে ছাত্রের থেকে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। সেক্ষেত্রে অতিথি শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে আলোচনায় তো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের তুলনায় শিক্ষক অনেক বিজেপির ক্ষেত্রেই বেশি বলে পরিসংখ্যান দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি একথাও বলেছেন যে, কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচার্য শুধু স্থায়ী। বাকি সব শিক্ষক অতিথি। অফিসার ও অন্য শিক্ষাকর্মীরা চুক্তিভিত্তিক। পেশ করা বিলেরে সপক্ষে মন্ত্রীর যুক্তি, অতিরিক্ত জায়গা থেকে স্থায়ী শিক্ষকবিরহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বদলি করে দিলে সমতা ফিরবে। অতিথি শিক্ষকের আর দরকার হবে না। অর্থাৎ রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় যে অতিথি শিক্ষক নিরে, সেই বাস্তবতাও মন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে। ওই অতিথি শিক্ষকরা তাই ‘অপ্রয়োজনীয়’ নন, সেটাও পরিষ্কার হয়েছে মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে। মন্ত্রী জানানো কিন্তু তাঁর দপ্তর কিংবা অর্থ দপ্তর জানে না, তা তো হতে পারে না।

ওই সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে শুধু স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন হয়। ওই শিক্ষকদের সাম্মানিক না দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ‘কাজ’ আদায় করার মানে ওই শিক্ষকদের অপমান করা। এখন দেখা যাক, রাজ্যের ক’টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন পুরোপুরি অতিথি শিক্ষকদের উপরে নির্ভরশীল? বিকাশ ভবন বলছে সংখ্যাটিক নয়। সাধু রামচাঁদ মূর্খ বিশ্ববিদ্যালয় (ঝাড়খন্ড), মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় (মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর), হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় (হাওড়া), হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় (চৌদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা), কন্যাস্রী বিশ্ববিদ্যালয় (কুম্ভনগর, নদিয়া), দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় (বোলপুর), দার্জিলিং হিলস ইউনিভার্সিটি ও রানি রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি (তারকেশ্বর, হুগলি)। তালিকাটা ছোট নয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা যে এক, তা-ও নয়। কোথাও স্থায়ী শিক্ষক কম, কোথাও আবার নির্দিষ্ট বিষয় চালাতে অতিথি শিক্ষক দরকার। আবার কোথাও নতুন বিষয় খোলার পরে ছাত্রসংখ্যা কম থাকায় শিক্ষক রাখার প্রয়োজন নিজেই প্রশ্ন উঠবে। তাই সমস্যাটিক দুটো দিকই দেখা দরকার। অতিথি শিক্ষক যেখানে দরকার, সেখানে তাঁদের সাম্মানিক দিতে হবে। আবার যেখানে একটি বিষয়ের ছাত্রসংখ্যা নগণ্য, সেখানে সেই বিষয় চালু রাখার যৌক্তিকতাও ভেবে দেখা দরকার। কিন্তু একটি বিষয় চালু রেখে তা শিক্ষককে সাম্মানিক না দেওয়া কোনও সামান্য হতে পারে না।

বিকাশ ভবনের এক কতা সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন, ‘নুন আনতে যাদের পাশা ফুরোয় এমন অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়



প্রতীকী।

এমন সব বিষয় খুলেছে যেখানে একজন ছাত্র। তার জন্য চারজন অতিথি শিক্ষক। এইভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয় যদি এমন করতে থাকে তাহলে সামাল দেওয়া কষ্টের। সমস্যা কেবল বাড়তেই থাকবে।’ উত্তরবঙ্গের এমনই এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধিকারী বলেন, ‘আমরা তো নিজের ইচ্ছামতো কোোনও বিষয় নিবাচন করি না। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সবুজ সংকেত পেলে তবেই কোনও নতুন বিষয় খোলা যায়। ওই বিষয়ে একজন রচয়িতা বলে, ‘অতিথি শিক্ষক পড়ার সবরকম পরিকাঠামো দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপকের কথায়, ‘এই সব শিক্ষক দিতে হবে। এ নিয়ে কেউ ইউজিসি’র কাছে অভিযোগ জানালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অলংকার। প্রশাসনের বক্তৃগত আদুরিক অসমোহন পর্যন্ত বাড়লে হয়ে যেতে পারে।’ কথটা খুব অযৌক্তিকও নয়। একটি বিষয়

যোগ্যতা কিন্তু স্থায়ীভাবে নিযুক্ত শিক্ষক বা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের মতোই। বিকাশ ভবন জানাচ্ছে, তাঁদের নেট উত্তীর্ণ হতে হবে কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা পেশাগত যোগ্যতা থাকা ব্যক্তিও অতিথি শিক্ষক হতে পারেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাও যথাযথ থাকতে হবে। তিনি, প্রফেসর অন প্র্যাকটিস হিসাবেও নিযুক্ত হতে পারেন। এঁরা রিসোর্স পার্সন, অর্থাৎ জ্বরের ভাঙার। রাজ্যের বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপকের কথায়, ‘এই সব রিসোর্স পার্সনরা যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অলংকার। প্রশাসনের বক্তৃগত আদুরিক অসমোহন পর্যন্ত বাড়লে হয়ে যেতে পারে।’ সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হন। তাঁদের কাছে অর্থমূল্য

উপাচার্যের বেতন পর্যন্ত সময়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি তাঁদের জানাতে হচ্ছে বিকাশ ভবনের উচ্চশিক্ষা দপ্তরে। এটাও লজ্জার।’ বিকাশ ভবন ঠিক সময়ে নন-স্যলারি গ্র্যান্টের টাকা না পাঠালে কী হয়? বেশ কিছুদিন অস্থায়ীভাবে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকা এক অধ্যাপক বলেন, ‘অতিথি অধ্যাপকদের সাম্মানিক, পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়, বিদ্যুতের বিল, অফিস পরিচালনার খরচ, উপাচার্যের সরকারি গাড়ির জ্বালানি সহ নানা প্রশাসনিক ব্যয় মেটানো হয় ওই গ্র্যান্টের টাকা থেকে।’ ওই টাকা বন্ধ হলে কী হবে? ওই অধ্যাপক বলেন, ‘যদি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সঞ্চিত টাকা থাকে সেটা ভেঙে সামাল দিতে হবে। যতক্ষণ টাকা থাকবে সাম্মানিক পাবেন শিক্ষকরা। তারপর বিকাশ ভবনের কৃপার উপরে হাতিপাত্ত করে বসে থাকতে হবে।’

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি আর্থিক বছরে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা নন-স্যলারি গ্র্যান্ট হিসেবে পেয়ে থাকে। কোনও স্থায়ী শিক্ষক না পাওয়া মোট নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ধরলে বছরে এই খাতে রাজ্য সরকারের খরচ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মহালয়ার দিন রাজ্য সরকার যে টাকাটা বরাদ্দ করেছে তা দিয়ে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বছরের খরচ মিটে যেত। এবার মহালয়ার কলকাতার ইডেন গার্ডেন সহ বিভিন্ন জেলায় মা দুর্গার আবাহন উৎসব হবে। অর্থাৎ শিক্ষকদের একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পড়িয়েও পারিশ্রমিক পাবেন না। একটা বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে টাকা লাগে, এটা নতুন কথা নয়। প্রশ্ন হল, সেই টাকাটা কোন খাতে কতটা সময়ে পৌঁছাচ্ছে। একদিকে উৎসবের জন্য বিপুল বরাদ্দ করা যাচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর টাকা আটকে থাকছে। অতিথি অধ্যাপক ক্লাস নেবেন, পরীক্ষা হবে, বিদ্যুতের বিল দিতে হবে, অফিস চালাতে হবে। অর্থাৎ সেই কাজের জন্য বরাদ্দ টাকা না এলে সঞ্চিত অর্থ ভেঙে কতদিন চলেবে? শিক্ষার প্রয়োজনীয় খরচকে যদি অপ্রয়োজনীয় বলে ধরা না হয়, তবে তার সাম্মানিক সময়মতো দেওয়াই স্বাভাবিক। গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার এই অসম্ভাব্য দেখালে আর একবার হয়তো বলে বসতেন, ‘কী আশ্চর্য এই দেশ’।

(লেখক সাংবাদিক)

মহালয়ার একদিনের অনুষ্ঠানে বিপুল বরাদ্দ, অথচ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষকদের সাম্মানিক আটকে। কোথাও স্থায়ী শিক্ষক কম, কোথাও নির্দিষ্ট বিষয়ে অতিথি শিক্ষক ছাড়া পঠনপাঠন চালানো কঠিন। আবার একটি বিষয়ে একজন ছাত্রের জন্য চারজন অতিথি শিক্ষক রাখার প্রশ্নেও উঠছে ব্যয়ের যুক্তি। নন-স্যলারি গ্র্যান্টের টাকা থেকেই মেলে শিক্ষকের সাম্মানিক, পরীক্ষা, বিদ্যুৎ এবং প্রশাসনিক খরচ। সেই টাকা না এলে সঞ্চিত অর্থ ভেঙে চলতে হয়। প্রশ্ন, শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় খরচ কি সতিই এতটাই গৌণ, নাকি কোথাও অগ্রাধিকারের হিসেব বদলে যাচ্ছে সরকারি অর্থের ব্যবহারে?

চালু করার পর ছাত্রসংখ্যা কম হলেই শিক্ষক বাদ দেওয়া যায় না। পঠনপাঠনের মান বজায় রাখার দায়ও থাকে। আবার বছরের পর বছর কোনও বিষয়ে ছাত্র না বাড়লে সেই বিষয় চালু রাখার সিদ্ধান্তও নতুন করে খতিয়ে ছাড়তে পারেন। নতুন বিষয় খোলা, ছাত্রভর্তি নেওয়া এবং শিক্ষক দেওয়ার সিদ্ধান্ত যদি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদনের সঙ্গে হয়, তা হলে তার আর্থিক দায়ের হিসেবও শুরুতেই থাকা দরকার। পরে টাকা না দিয়ে সমস্যা তৈরি করলে তার খেসারত শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিতে হয়।

অতিথি শিক্ষকদের নিয়োগের

গৌণ। তাঁদের ট্রেনে, বাসে চেপে আসতে বলা যায় কি? বাহনের ব্যবস্থা করতে হয়। এটুকু সম্মান পাওয়ার যোগ্য কি তাঁরা নন? স্থায়ী শিক্ষকবিরহীন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ্ঞের একটি বিষয়ে অশীতিপর এমনই এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পড়াতে যান, বর্তমান উপাচার্যের অনেকেই তাঁর ছাত্র। জুলাই মাস থেকে এই ধরনের শিক্ষকদের পারিশ্রমিক পর্যন্ত ছাড়পত্র পায়নি। শুধু অতিথি শিক্ষক, রিসোর্স পার্সনরাই ঠিক সময়ে সাম্মানিক পাবেন না। উপাচার্যরাও অনেক ক্ষেত্রে ভুলভোগী। বিকাশ ভবনের একটি সূত্রের মন্তব্য, ‘এই ধরনের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের

যখন সিনেমা হয়ে ওঠে সূত্র

ডর থেকে দৃশ্যম, পর্দার কল্পকাহিনী কেন বারবার উঠে আসছে বাস্তব অপরাধে?

সুনতা মাইতি



প্রতীকী

পালিয়ে গিয়েছেন বলে গল্প সাজান। এর আগেও মধ্যপ্রদেশে পাঁচ পাহারাদার হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত শিবপ্রসাদ মুর্তে ‘কেজিএফ ২’-এর ‘রকি ভাই’ চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এরকম উদাহরণ আছে। ১৯৮১ সালে ‘ট্যান্ডি ড্রাইভার’ সিনেমা থেকে প্রভাবিত হয়ে জন হিঙ্কলি জুনিয়র প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানকে গুলি করার চেষ্টা করেন। আবার ‘স্ট্রিম’ সিনেমা থেকে পরিকল্পনা হাতিয়ে বেলজিয়ামের থিয়েরি জারাদিন এক কিশোরীকে হত্যা করে। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে।

তবে প্রশ্ন হল, সিনেমা বা বই কাউকে খুনি বানায় কি? মানুষ খুনের গল্প দেখে ভয় পায়, অনেকে উপভোগও করে, কিন্তু অপরাধ করার কথা সাধারণত ভাবে না। অপরাধের দায় অপরাধীরই। হয়তো অপরাধের সিদ্ধান্ত তার ভিতরেই তৈরি

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে
জীবনাবসান
হয় লেখক
মুন্সি
প্রেমচাঁদের।



১৯৭৯

লোকনায়ক
জয়প্রকাশ
নারায়ণ প্রয়াত
হন আজকের
দিনে।

১৯৭৯



যতদিন মুখামন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী থাকবেন ততদিন বিধানসভায় যাব না। এজন্য নওদার মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। যে গণতান্ত্রিক নিয়মে কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর একজন বিধায়ককে জোর করে তুলে নিয়ে ১২ ঘণ্টা আটকে রাখে, সেই গণতন্ত্রকে আমি ঘৃণা করি এবং সেই পুলিশমন্ত্রীরকে আমি এড়িয়ে চলতে চাই। শুভেন্দু অধিকারীর মতো পুলিশমন্ত্রীর দ্বারা তেজ হুমায়ুন কবীর রাজনীতি করবেন না। গত দু’মাস ধরে ব্রেকিংগারবানীর ওপর পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

হুমায়ুন কবীর

ভাইরান/১



সিডনিতে চলছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। আকস্মিক ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে প্যাভেলের ছাদ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। পরিস্থিতি সামলাতে অনুষ্ঠান আসা অতিথিরা ঝটপট চেয়ার উচিয়ে ধসে পড়া ছাদ আটকে রাখেন, যাতে বৃষ্টিতে অনুষ্ঠান পণ্ড না হয়।

ভাইরান/২



চেয়ারইয়ের অশোকনগরগামী বাসে এক তরুণী গর্ভে। কিছুদূর যেতেই তিনি চিন্তাচ্যমেটি জোড়েনে যাত্রী ও বাসকর্মীদের সঙ্গে। একজন তরুণীকে থামাতে গেলে তরু জুড়ে দিয়ে মারতে যান। পরিস্থিতি বৈশিষ্টিক বুঝে বাসচালক ও কনডাক্টর গাড়ি থামিয়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

সম্পাদকবির ভিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডফ ফন্টের লেখা পাঠান।
মেইল—ubsedit@gmail.com

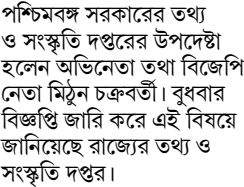
শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৭০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮
৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪
৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬
৯৭	৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২

পাশাপাশি : ১। আদালতে সত্যি কথা বলার জন্য শপথ ৩। বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ৪। মৌচাকের মোম অথবা এক গ্রাস অন্ন ৫। পরিমিত খাওয়া ৬। ক্ষান্তি বা স্থগিত, যাত্রার বিরতিও হতে পারে ৭। বৈঠক বা সমিতি ১২। অবমাননা, আদার বা অসন্মান ১৪। যে মাঠে গোরু চরায় ১৫। অবসাদগ্রস্ত ১৬। দুরহা ব কষ্টকর। উপর-নীচ : ১। ন্যায্য বক্তব্য, উচিত বা সত্য ভাষণ ২। জীবাশ্ম, পাথরে জীবনের চিহ্ন ৩। আরম্ভকালীন, আদিম, মূখ্য ৬। হলহল চোখের জল ৮। জানা বা ধারণা অথবা টের পাওয়া ৯। পেটের ভাত ১১। যা ভেসে নেড়োচ্ছে ১৩। ভাপে দুধ উথলে ওঠা।

সম্পাদক ■ ৪৫৬৯

পাশাপাশি : ২। তালীবানা ৫। চিতেন ৬। কাকতালীয় ৮। পান ৯। দার ১১। অপরাধিতা ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া। উপর-নীচ : ১। উঁচুবাঁই ২। তান ৩। বাহক ৪। কুলায় ৬। কান ৭। তাগর ৮। পায়রা ৯। দাতা ১০। নারায়ণী ১১। জিহান ১২। বিহান ১৩। বিহান।



মেদিনীপুর, ৭ অক্টোবর :
বাড়গঞ্জপুত্র গুলিবিধির ১১তম বছরের এক
স্কুল পড়ুয়া বৃদ্ধার খাৎগোত্রের ওস্ত
সেঙ্গেস্টেল একাকায় ঘটনাটি ঘটেছে
গুলির আঘাতে গুরুতর আহত অসম
বর্মণ কলকাতার একটি হাসপাতালে
চিকিৎসকরা। ঘটনায় পাঁচজনকে
গ্রেপ্তার করেছেন পুলিশ। এদিন সকাল
১১টা নাগাদ বাড়গঞ্জের শিখনে বসে
যাওয়ার সময় বৃদ্ধন মুন্ডুটি গুলি চালায়
অক্ষয়ের।
মুক্তি লাগলে রক্তাক্ত
অবস্থায় বাউলে লুটিয়ে পড়ে কিছের।
তাহায্য স্থানীয়রা তাকে পার্শ্ববর্তী
হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক
অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায়
রেলের ধরনে চিকিৎসকরা। স্থানীয়
সুখ খবর, একাকায় দুটি গোলায়
মধ্যে দম্ব রয়েছে। অক্ষয়ের বন্ধু
সাপেরের বাবাকে গুলি করে খুন
করেছিল গোষ্ঠী গোষ্ঠী। এদিন সে
গোষ্ঠীই সাপেরের খুন করছে এসে



শিলিগুড়ি কুমোরটলি থেকে পাহাড়ের পথে প্রতিমা। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

পুজোর আগে উচ্ছেদের অপেক্ষায় জোড়া বাজার চোখে আঁধার ব্যবসায়ীদের

নিভাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : হাতে এখনও আসনি উচ্ছেদ নোটিশ। তবে শুনানি শেষ হওয়ায় তা পাওয়া যে শুধু সময়ের অপেক্ষা, বুঝতে পারছেন টাউন স্টেশন ও হকার্স কনারের ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাই পুজোর বাজারে মন নেই তাদের। দিন যত যাচ্ছে, ততই তাঁদের উচ্ছেদ-আশঙ্কা বাড়ছে। তাছাড়া এবছরই এখানে শেষ পুজোর বাজার, আশঙ্কায় তাঁরা। এই আশঙ্কা থেকে এ বছর পুজোর বাজারে মজুতে জোর দেননি তেমন কেউই। নামমাত্র মজুতে ভর করেই ব্যবসা করছেন তাঁরা। বাজার উঠে গেলে শুধু ব্যবসায়ীরা নন, বিপাকে পড়বেন ক্রেতাদের একটা বড় অংশ। কেননা, টাউন স্টেশন বাজার এবং হকার্স কনারের ওপর নির্ভরশীল প্রচুর মানুষ। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে উচ্ছেদে অনড় রেল।

চিকেনস নেকের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দিয়েছে রেল। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজের্পি) থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডাবল লাইনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। প্রকল্পটির জন্য প্রকল্প এলাকায় দখল হয়ে থাকা জমি

পুনরুদ্ধারে শুনানি শেষে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল। কয়েকটি এলাকায় নোটিশ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তবে টাউন স্টেশন ও হকার্স কনারের যে ব্যবসায়ীরা রেলের জমিতে রয়েছেন, তাদের শুনানি শেষ হলেও উচ্ছেদ নোটিশ জারি হয়নি। রেলকতদের বক্তব্য, শীঘ্রই প্রকল্প এলাকার জমি পুনরুদ্ধারে নোটিশ দেওয়ার কাজ শুরু হবে। পরবর্তীতে পুজো মিটতেই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হবে। উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, ‘নিয়ম মেনে প্রকল্প এলাকায় দখল হয়ে থাকা রেলের জমি পুনরুদ্ধার করা হবে। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়েই জমি পুনরুদ্ধারে অভিযান চালানো হবে।’

রেলের মানসিকতায় ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারছেন, জমি ছাড়তে হবে। তাই অনেকেই দিশেহারা। টাউন স্টেশন ও হকার্স কনারে ২৫-৩০ বছর ধরে ব্যবসা করছেন, এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম নয়। অমল

পাল প্রায় ৩১ বছর ধরে টয়ট্রেনের লাইনের পাশে জুতোর দোকান করছেন। তিনি বলেন, ‘অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছি। কী হবে বুঝতে পারছি না। এই দোকান ভাঙা পড়লে



■ টাউন স্টেশন বাজার ও হকার্স কনারে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল, আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

■ ২৫-৩০ বছর ধরে ব্যবসা করার পর কোথায় যাবেন, বুঝতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

■ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি দোকানগুলির ওপর নির্ভরশীল কয়েকশো কর্মী এবং তাঁদের পরিবার, উঠছে পুনর্বাসনের দাবি

কীভাবে সংসার চালাব, তা জানা নেই।’ রেলের জমি আঁকড়ে ২৮ বছর ধরে কাপড়ের দোকান করছেন বাসুদেব কুণ্ডু। তিনি বলেন, ‘রেলের প্রথম নোটিশ পেতেই আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। শুনানিতে গিয়েছিলাম। তারপর এখনও কোনও নোটিশ দেয়নি। শুনেছি দেরে। তারপর কী করব বুঝতে পারছি না। ভয়-আতঙ্কে এবার পুজোর বেশি জামাকাপড় মজুত করতে পারিনি।’ ব্যবসায়ী বাপি সরকার বলেন, ‘আগে বাবা দোকান করতেন। এখন আমি দোকান সামলাছি। আগের মতো এ বছর পুজোর সময় দোকানে বেশি জামাকাপড় মজুত করিনি। আগামীতে এখান থেকে সরে যেতে হলে বিপাকে পড়ব।’

টাউন স্টেশন বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক আশিষ পাল বলেন, ‘এই এলাকায় প্রায় ১২৫টি দোকান রেলের জমিতে। ওই দোকানগুলির ওপর আরও কয়েকশো পরিবারের রুজিরুটি নির্ভরশীল। প্রকল্পের কাজের জন্য এখান থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হলে কী করব বুঝতে পারছি না। হয়তো এখানে এটাই শেষ পুজোর বাজার। আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হলে খুব উপকার হত।’

কানাড়া যাচ্ছে বুদ্ধমূর্তি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : শিলিগুড়ি কুমোরটলির শিল্পী অধীর পালের তৈরি ১৫ ফুটের বুদ্ধদেবের মূর্তি যাচ্ছে কানাড়ায়। তার শেষ প্রস্তুতি চলছে। এদিন শিল্পীকে সংবর্ধনা জানান সর্বভারতীয় কুঙ্ককার সমিতির চেয়ারম্যান নান্টু পাল।

শিল্পী অধীর পাল জানান, প্রায় এক বছর আগে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু এই মূর্তির বরাড দিয়েছেন। আট-নয় মাস ধরে ১৫ জন শিল্পী মিলে কাজ করে তাঁরা মূর্তিটি তৈরি করেছেন। মূলত তিব্বতি শৈলীর কাজ করে থাকেন এই বয়ীযান শিল্পী। এর আগে অরুণাচলপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, লাদাখ, ভুটান সহ আরও বিভিন্ন জায়গায়



■ শিলিগুড়ির কুমোরটলির প্রবীণ শিল্পী অধীর পালের তৈরি মূর্তি কানাড়ায় পাঠানো হচ্ছে

■ মূর্তিটি তিব্বতি শৈলীতে বসা অবস্থায় তৈরি করা হয়েছে এবং ফিনিশিং ফাইবার গ্লাসে রয়েছে

■ গত আট-নয় মাস ধরে ১৫ জন শিল্পীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই দীর্ঘমেয়াদি কাজটি সম্পন্ন হয়েছে

তাঁদের কাজ পৌঁছে গিয়েছে। তবে এই প্রথমবার এত বড় মূর্তি কানাড়ায় পৌঁছোবে।

শিল্পী অধীর পাল বলছিলেন, এই মূর্তির ফিনিশিং ফাইবার গ্লাসে করা। এগুলো দীর্ঘমেয়াদি কাজ। বসা অবস্থায় মূর্তির উচ্চতা ১৫ ফুট। কিছুদিনের মধ্যেই মূর্তিটি কানাড়ার একটি বৌদ্ধমন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেবে। প্রথমে গাড়িতে দিগ্বি, সেখান থেকে গুজরাট, তারপর জাহাজে কানাড়ায় মূর্তিটির পৌঁছানোর কথা রয়েছে। মূর্তিটি আকারে অনেকটা বড় হওয়ায় পাঁচটি ভাগে তাকে বাস্তববন্দি করা হচ্ছে। সেই অবস্থাতেই মূর্তিটি বিদেশে পাঠানো হবে।

শিলিগুড়িতে যানজট রুখতে টোটোর জন্য ছ’টি নির্দিষ্ট রুট বেঁধে দিয়েছে পুলিশ। কিন্তু সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক রুটের টোটো অবাধে অন্য রুটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। রুটহীন টোটোও চলছে পাল্লা দিয়ে।

ও যে মানে না মানা...

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা। বিধান মার্কেট দিয়ে চলার পথে নজরে এল অবাক করা দৃশ্য। খাওয়া-কলমে দুই নম্বর রুটের টোটো ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল, যাত্রী নিয়ে দিবি সেই রাস্তা ধরে চলছে এক নম্বর রুটের টোটো। এমনকি একটি টোটোর কোনও রুট নম্বরই নেই। বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেই টোটো এসেছে গ্রামীণ এলাকা থেকে।

একই দৃশ্য নজরে পড়ল স্টেশন ফিডার রোডেও। সন্ধ্যা তো বটেই, সকাল এগারোটাতোও দেখা গেল একই রাস্তায় যাত্রী নিয়ে দুটি আলাদা নম্বরের টোটো একে অপরকে পিছনে ফেলার চেষ্টা দিয়েছে। দুই নম্বর রুট লেখা টোটোর সঙ্গে ছয় নম্বর রুট লেখা টোটোর এমন কীর্তি দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, স্টেশন ফিডার রোড দিয়ে চলার জন্য আসল রুটের টোটো কোনটি? দেখা গেল, ছয় নম্বর রুটের টোটো চলার কথা থাকলেও পাল্লা দিয়ে চলছে দুই নম্বর রুটের টোটো। সঙ্গী হিসেবে রয়েছে রুটহীন টোটোও।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে টোটোগুলোকে ছ’টি নির্দিষ্ট রুট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ইশ্টিয়ারিও দেওয়া হয়েছে যে, নির্দিষ্ট রুটে অন্য রুটের টোটো ঢুকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রুট না পাওয়া টোটো কোনও রুটের ভেতরই ঢুকে চলতে পারবে না। রুটের স্টিকার বণ্টনের পর এই ইশ্টিয়ারি কার্যকর করতে প্রতিটি ট্রাফিক গার্ডের তরফে পত্রিভাবে অভিযান শুরু করা হয়েছে। অভিযান একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এমনটা অশ্বাশ্ব বলা যাবে না। তবে অন্য রুটে ঢুকে পড়া টোটোচালকরাও পুলিশি নজরদারি এড়াতে নতুন পন্থা নিচ্ছেন। ট্রাফিক পুলিশ নির্দিষ্ট পরেন্টে টোটো ধরার জন্য দাড়িয়ে থাকলেও আগের মোড় থেকেই টোটো ঘুরিয়ে নিচ্ছেন চালকরা। এদিন থানার সামনেই একাধিক ট্রাফিক পুলিশকর্মী টোটো ধরার জন্য দাড়িয়ে ছিলেন। দেখা গেল, কয়েকটি টোটো ধরার পরেই অন্য রুটের টোটোচালকদের কাছে বপর চলে গিয়েছে। আগের মোড় থেকেই তারা টোটো ঘুরিয়ে যাতায়াত করছেন।

একই পরিস্থিতি অন্য রাস্তাতেও। এই নতুন পন্থার জেরে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় রুট না পাওয়া টোটোগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। একই রাস্তায়



নির্দিষ্ট স্টিকার থাকলেও অন্য রুটে চলছে টোটো।-সংবাদচিত্র



■ বেঁধে দেওয়া রুট-নিয়ম অমান্য করে এক রুটের টোটো অবাধে ঢুকে পড়ছে অন্য রুটে

■ রাস্তায় রুট নম্বরবিহীন গ্রামীণ এলাকার টোটোরও অবৈধ বিচরণ চোখে পড়ছে

■ অন্য রুটের টোটো যাত্রী তোলায় রুটের টোটোচালকদের ক্ষোভ বাড়ছে

দিনভর একাধিক রুটের টোটো চলায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন রুট মেনে চলা চালকরা।

জংশন এলাকায় শুধুমাত্র চার নম্বর রুট পাওয়া টোটোচালকদেরই চলার কথা। এদিন দুপুর একটার দিকে জংশন সংলগ্ন সার্ভিস রোডে ঢোকার একপাশে নিজের চার নম্বর রুটের টোটোয় বসেছিলেন মনোজিং সরকার। যাত্রীর অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। এমন সময়ই পাশ দিয়ে দুই নম্বর রুটের একটি টোটোকে যাত্রী নিয়ে যেতে দেখে একরাস্তা স্কোড উগরে দিলেন তিনি। বলছিলেন, ‘অন্য রুটের টোটো এসে এভাবে যদি যাত্রী তুলে নিয়ে চলে যায়, তাহলে আমরাই বা কেন শুধু নিজস্ব রুটের মধ্যে আবদ্ধ থাকব? এক না একসময় আমাদেরও তো ধৈর্য ভাঙবে।’

পরে পবিত্র স্কোভের সূরে বলেন, ‘ট্রাফিক প্রশাসন তো কিছুই দেখছে না। তাহলে এত কিছু নিয়ম করার কী মানে হল? আগের মতোই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।’

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিকের এক কতরি কথায়, ‘অন্য রুটের টোটো কিংবা রুট না পাওয়া টোটো যাতে কোনওভাবেই নির্দিষ্ট রাস্তায় না চোকে, তার জন্য নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রতিদিনই টোটো আটক করা হচ্ছে। সবাইকে সচেতন হতে হবে।’

এর মধ্যেই রুট না পাওয়া মাটিগাড়ার বাসিন্দা হীরা রায়কে এদিন দেখা গেল বর্ধমান রোডে নিজের টোটো নিয়ে দিবি ছুটে বেড়াতে। প্রশ্ন করলেই তিনি বললেন, ‘শহরেই যাত্রী পাওয়া যায়, তাই এখানে এলাম। পুলিশ-প্রশাসন টোটো আটক করলে আর কী করা যাবে।’

ইস্তফা দাবি

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাহন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ৮ অক্টোবর মহকুমা শাসকের দপ্তর অভিযানের ডাক দিল ডিওয়াইএফআই। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি সহ মোট আট দফা দাবি জানানো হবে।

শ্রমিকদের পাশে

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : বিমা কর্মচারী সমিতির শিলিগুড়ি ২ নম্বর শাখার মহিলা সাব-কমিটির উদ্যোগে বুধবার সমাজসেবামূলক কর্মসূচি হয়। নবশালবাড়ির কাছে আশাপুর চা বাগান এলাকার মহিলা শ্রমিকদের শ্রাডি ও স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়। শিশুদের মধ্যে চকোলেট ও শিক্ষাসামগ্রী বিলি করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য সুপ্রিয়া সেন, আরতি দাস প্রমুখ।

টোটো উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া টোটো উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গত মাসে বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দা পুনম পাল টোটো চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ ফুলবাড়ির বাসিন্দা হেমন্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন স্কুলে পড়ায়াদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা শিবির হচ্ছে। বুধবার শিলিগুড়ির জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে ‘মন ভালো রাখলে জীবন সুন্দর’ এবং ‘আসুন কথা বলি, মনকে বুঝি, পাশে থাকি’ বাতায় কর্মসূচি হয়। পড়ায়াদের কাউন্সেলিংও করা হয়। জিলেন ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট লহরী ঘোষ।

সরকারি কর্মসূচিতে পদ্মের বিক্ষুব্ধরা

শমীক আসার আগে দলকে বার্তা!

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : বৃহৎপতিবার দলীয় নেতাদের নিয়ে শিলিগুড়িতে বৈঠক করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ঙ্গাচার্য। তার আগে বুধবার শিলিগুড়িতে সেবা জ্যোতি যাত্রায় শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাদের ভিড় দেখা গেল। শহরের বাঘা যতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চে এদিন সরকারি কর্মসূচি হয়েছে। সেখানে নেতৃত্ব যতটা আশা করেছিলেন তার থেকে কর্মীদের সংখ্যা কিছুটা কম ছিল। তার মধ্যেও বিক্ষুব্ধ বিজেপির নেতাদের অনেকের উপস্থিতি ছিল বেধে পড়ার মতো। জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের চরম বিরুদ্ধাচরণ করা বিধাননগরের আর এক বিজেপি নেতা অরুণ মণ্ডলকে যেমন এদিন দেখা গিয়েছে, তেমনই পুরোনো গোষ্ঠীর প্রধান মুখ মনোরঞ্জন মণ্ডলও এদিন ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের আশপাশে দেখা যায় কিন্তু জেলা বিজেপির সক্রিয় গোষ্ঠীতে ঠাই পাননি এমন নেতারাও এদিন উপস্থিত ছিলেন।

শমীকের বৈঠকে এই বিক্ষুব্ধরা ডাক পাননি। এখন প্রশ্ন উঠছে, সোজাই কি এদিনের কর্মসূচিতে শিলিগুড়িতে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দলকে তাঁদের সক্রিয়তার বার্তা দিতে চাইলেন তারা? যদিও মনোরঞ্জনের বক্তব্য, ‘দল যখন যেখানে ডাকে থাকার চেষ্টা করি। বৈঠকে না ডাকলে তো আর সেখানে যাওয়া যায় না। তবে আমরা দলের সঙ্গেই রয়েছি এবং বিগত নির্বাচনগুলিতে দলকে জেতাত্তে কাজ করছি, নেতৃত্বের তা বোঝা উচিত।’ বিধানগরের বিজেপি নেতা অরুণের বক্তব্য, ‘আমরাই তো ৭০ জন এসেছি। গ্রামের লোকই বেশি।

শহরের লোক তো দেখতেই পাচ্ছি না। আমরা বেশি করে এসেছি বলে অন্যরা আসবেন না এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই।’

এ প্রসঙ্গে জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণের বক্তব্য, ‘দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যে যেখানে ডাক পান সেখানে থাকেন। এদিনও সরকারি কর্মসূচির পরে অনেক লোক



বাঘা যতীন পার্কের রবীন্দ্রমঞ্চে সেবা জ্যোতি যাত্রার কর্মসূচি।

ফিরে গিয়েছেন। অনেকে শুধু মিছিলে ছিলেন। নতুন, পুরোনো সকলেই উপস্থিত ছিলেন।’ তবে এদিন বাঘা যতীন পার্কের কর্মসূচিতে ফাঁকা মাঠ নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। দেখা গিয়েছে নেতারা রবীন্দ্র মঞ্চ পান সেখানে থাকেন। এদিনও সরকারি কর্মসূচির পরে অনেক লোক

জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলে দাবি করেন। কিন্তু রোদে দাড়িয়ে কর্মীদের নিয়ে তারা কতটা চিন্তা করেন সে নিয়েও কিছুটা প্রশ্ন উঠছে। এছাড়া ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি, মহিলা মোচার নেত্রী, বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলার ও অন্যান্য। পাশাপাশি এদিন রবীন্দ্র মঞ্চ থেকে শিল্পী নিয়ে দলীয় নেতা, কর্মীরা মিছিল করেছেন।

যদিও এনিয়ে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের কটাক্ষ, ‘বিজেপির প্রতি মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। সরকার এবং দল এক করে ফেলেছে বিজেপি। মানুষ দেখছেন সবকিছুই।’

কলেজের পরিকাঠামোয় দুর্বলতা

ফান্ড আনার কৌশল শিখতে চান মন্ত্রী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : তৃণমূল আমলে শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজের তৎকালীন পরিচালন সমিতির সদস্যরা কন্পারেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড এনে কলেজটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করে চেহারায় আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন উদ্যোগ শিলিগুড়ি শহর বা আশপাশের অন্য কোনও কলেজে সেভাবে চোখে পড়েনি। শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়ে এবার সূর্য সেন কলেজের মতো সিএসআর ফান্ড আনার বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার কথা জানানোেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। উল্লেখ্য, তিনি সূর্য সেন কলেজেরও পরিচালন সমিতির সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন। অতীতে সূর্য সেন কলেজে কীভাবে ও কোথা থেকে সিএসআর ফান্ড এসেছিল, তা জানতে সাবেক পরিচালন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রী।

শিলিগুড়ি কলেজে পরিকাঠামোগত বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। কলেজে আলাদা কোনও অভিটোরিয়াম বা মুক্তমঞ্চ নেই। বেশ কিছু ক্লাসরুম সংস্কারের প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ ও টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক সৌম সরকারকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করেন শংকর ঘোষ। কলেজের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ ঘুরে দেখার পাশাপাশি অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কলেজে কী কী পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, সেগুলির তালিকা তৈরি করতে

বলেন মন্ত্রী।

তৃণমূল আমলে তৎকালীন পুর প্রতিিনিধি প্রয়াত কৃষ্ণ পাল সূর্য সেন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন। কৃষবাবু তার আমলে সিএসআর ফান্ড নিয়ে এসে সে সময় কলেজে নতুন ভবন, মুক্তমঞ্চ সহ নানা কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ও বিভিন্ন কাজ হয়েছে। শংকর ঘোষ বলেন, ‘সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে যদি কিছু সহযোগিতা পাওয়া যায়, তা করার চেষ্টা করব। সূর্য সেন কলেজে কী পদ্ধতিতে সিএসআর ফান্ড এসেছে, সেগুলি দেখা হবে। যাঁরা আগে পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সদস্য ছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনব। ভালো যেসব কাজ হয়েছে, তা থেকে আমরা শিখব।’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘কলেজের কী কী দুর্বলতা রয়েছে তার তালিকা তৈরি হলে বিষয়টি নিয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ), উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও শিলিগুড়ি পুরনিগমকে দিয়ে কলেজের উন্নয়নের কাজ করাব।’ কলেজে পরিকাঠামোর সমস্যা ও শিক্ষাকর্মীর অভাব রয়েছে স্বীকার করে নিয়ে আধুনিক শিক্ষার জন্য ভালো লাইব্রেরি ও ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী।

অন্যদিকে, বৃহৎপতিবার শিলিগুড়ি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ ঘুরে দেখার পাশাপাশি অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কলেজে কী কী পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, সেগুলির তালিকা তৈরি করতে

ক্লাবের দাবি

ইসলামপুর, ৭ অক্টোবর : পুরসভা অফিসের সামনে থেকে ডাঙ্গিং গ্রাউন্ড সরানোর দাবিতে বুধবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত দাবি জানিয়েছে মর্নিং ফিটনেস ক্লাব। সংগঠনের সদস্য সুমন্ত ভাওয়াল বলেন, ‘ইসলামপুর শহরের নিউটাউন রোডে জনবহুল এলাকায় ওই ডাঙ্গিং গ্রাউন্ড মানুষের চলচাল মুশকিল করে তুলেছে। ডাঙ্গিং গ্রাউন্ড থেকে টিল ছোড়া দূরত্বে পুরসভা অফিস। একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।’ শহরের বাইরে পুরসভার স্থায়ী ডাঙ্গিং গ্রাউন্ড রয়েছে। তারপরও নিউটাউন রোডে এই ডাঙ্গিং গ্রাউন্ড বন্ধ না হওয়ায় পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কোটিপতি হওয়া সোজা

সামান্য ব্যবসা থেকে আপনিও অবশ্যই কোটিপতি হতে পারবেন, কিন্তু কিভাবে তা জানতে হলে এই বইটি পড়তেই হবে। বইটি ডাকে পেতে হলে আপনার নাম, ঠিকানা লিখে চিঠি দিন। মোট তিশোটা টাকা লাগবে। ফোনে অর্ডার নেওয়া হয় না।

কুমার বৃদ্ধ, টাকিমারী (স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে),
পোঃ মিলনপল্লী, জেলা- জলপাইগুড়ি। PIN - 735133

রিটায়ারামেন্ট -এর জন্য

Systematic Withdrawal Plan

PRABIN AGARWAL

Empowering Investors

SWP

96478 55333

National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri- 734001

Probin Agarwal (ARN - 41541) AMFI Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor. Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



পুলিশ কখনও মানবিক...



জখম এক বিক্ষোভকারীর হাতে ব্যাডেজ বাঁধছেন মহিলা পুলিশ কর্মী (বামদিকে)। ডানদিকে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ মামলা দ্বিধাবিভক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আগের দ্বিধাবিভক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ করেছে শীর্ষ আদালত। মামলাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

২৩ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এই ইস্যুতে পৃথক সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। ২০২৩ সালের বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইনকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাগুলি বৃহত্তর সংবিধান বেঞ্চে পাঠানো উচিত কি না, তা নিয়ে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার মতামত মেলেনি।

নতুন আইনে সিলেকশন প্যান্ডেল থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা ও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে রাখা হয়েছে। সেই আইনের বৈধতা এবং বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনার স্থবীর সিং সাদুর নিয়োগকে

চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছিল। শুনানিতে বিচারপতি দত্ত কেন্দ্রের আর্জি খারিজ করলেও বিচারপতি শর্মা বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

পরবর্তীকালে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ তুলে ওই রায় বাতিলের আবেদন জানান প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন। আবেদনে জানানো হয়, বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ছেলে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশনের প্যান্ডেলভুক্ত আইনজীবী। আগের শুনানিতে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। মামলাকারীদের যুক্তি, এই তথ্যের কথা জানা থাকলে বিচারপতির বেঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানো হত।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেব।’

একই অভিযোগে একটি কিউরেটিভ পিটিশনও দায়ের করেছেন ড. জয়া ঠাকুর। প্রবীণ আইনজীবী বিজয় হংসরিয়া বলেন, ‘বিচার শুধু হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, ন্যায়বিচার যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে হয়েছে, সেটাও দৃশ্যমান হতে হবে।’

তেলেঙ্গানাতেও কাঠগড়ায় ফর্ম ৭ মুসলিম ভোটারের নাম কাটার ‘চেষ্টা’

হায়দরাবাদ, ৭ অক্টোবর : হায়দরাবাদে ভোটার তালিকা থেকে ৩০ জন মুসলিম ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে এক বিজেপি বৃথ এজেন্টের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। অভিযুক্তের নাম এস বালচন্দ্র। তিনি মুশিরাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বৃথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)।

অভিযোগ, ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চলাকালীন বালচন্দ্র ভোটার তালিকায় অশ্লিষ্ট জানানো বা নাম কাটার নিধারিত ‘ফর্ম ৭’-এর অপব্যবহার করে ওই আবেদনগুলি জানান।

মুশিরাবাদের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) টি প্রবীণ কুমার রেড্ডির অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ অক্টোবর চিক্‌ড়পল্লি থানায় মামলা দায়ের হয়।

এফআইআর অনুযায়ী, গত ২৮ সেপ্টেম্বর বালচন্দ্র ২১০ নম্বর বৃথে ডিজিটালি প্রিন্ট করা ৩০টি ফর্ম জমা দিতে আসেন। বৃথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ও সুপারভাইজার সেগুলি জমা নিতে না চাইলে তিনি সেগুলি ফেলে রেখেই চলে যান।

এরপর সরেজমিনে তদন্তে জানা

যায়, ওই ৩০ জন ভোটার কেবল স্থায়ী বাসিন্দাই নন, তারা থাকেন নিজেদের ঘোষিত ঠিকানাতেই। যাদের নাম বাদ দিতে চাওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস বৃথ এজেন্ট শামিউদ্দিন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাও।

বালচন্দ্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২১৭ ও ৩১৮(২) ধারা এবং ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ ধারায় মামলা করা হয়েছে। তেলেঙ্গানায় ফর্ম ৭-এর অপব্যবহার নিয়ে এটিই প্রথম পুলিশি এফআইআর। বাহাদুরপুরা ও গোশামহলেও একই ধরনের ছাপানো ফর্ম ব্যবহারের খবর মিলেছে। গত ৫ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি অধিকারিক সি সুদর্শন রেড্ডি ভূয়ে ফর্ম জমা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এই বিষয়ে এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াহিদ সিইও-কে চিঠি লিখেছেন। তাঁর অভিযোগ, ‘দেশভূজ্জে মুসলিমদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এটা ভার্ভি অংশে।’ তবে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি।

চ্যাটজিপিটি শিখতে হবে সিনিয়ার আইপিএসদের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : চ্যাটজিপিটি, এআই শিখে নিতে হবে সিনিয়ার আইপিএসদের। এমনই ফরমান জারি হয়েছে শা মন্ত্রকের বর্ল জনা গিয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়, গল্প বলার কৌশল (দ্য আর্ট অফ স্টোরিটেলিং), জেনারেটিভ এআই এবং

চ্যাটজিপিটি শিখতেই হবে সিনিয়ার আইপিএসদের। নিজেদের শরীর ও মন ভালো রাখতে এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত শিখতে হবে তাঁদের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই মর্মে এক নির্দেশিকা দেশের সবকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আইপিএসদের জন্য ২৪টি কোর্স বেছে দিয়েছে। অফিসারদের চাকরির মেয়াদ দেখে চারটি আলাদা বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে ছ’টি করে কোর্স। ছ’টি কোর্সের মধ্যে তিনটি বাধ্যতামূলক। এই তিনটি কোর্স সরাসরি অফিসারদের পারফরমেন্সের বার্ষিক মূল্যায়নে যুক্ত হবে। ২০১৮ এবং তার পরবর্তী অফিসারদের প্রথম বিভাগে রেখে তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক হল ইমার্জিং টেকনলজি, এনভিপিএস আইনের অধীনে তল্লাশি ও উদ্ধার হওয়া জিনিস বাজেয়াপ্ত করার পদ্ধতি এবং সাইবার নিরাপত্তার প্রাথমিক ধারণা। ২০১১ থেকে ২০১৭ সালের আইপিএসরা দ্বিতীয় বিভাগে। তাঁদের পড়তে হবে ইমার্জিং টেকনলজি, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা সম্পর্কিত বিষয় এবং ইন্টারঅপারেবল ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম-এর প্রাথমিক মডিউল।

২০০১ থেকে ২০১০-এর মধ্যে যারা আইপিএস হয়েছেন তাঁদের তৃতীয় বিভাগে রাখা হয়েছে। তাঁদের শিখতে হবে ইমার্জিং টেকনলজি, সাইবার নিরাপত্তা, গল্প বলার কৌশল, চ্যাটজিপিটি, জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তি। ২৫ বছর বা তার বেশি চাকরি হয়ে যাওয়াও তৃতীয় বিভাগে। তাঁদের উপরেই বিষয়গুলির সঙ্গে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে শিখতে হবে ইন্টিগ্রেটেড ওয়েলনেস অর্থাৎ শরীর ও মন ভালো রাখার কৌশল।

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ডিজিটাল প্র্যাক্টিসম ‘আইগট কর্মযোগী’-তে এই সমস্ত কোর্স করতে হবে আইপিএসদের। অফিসারদের পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি হবে।

ফের হেনস্তা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : নাগাল্যান্ডের এক তরুণী তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে চাণক্যপুরী এক হেটলে এসেছিলেন। রবিবার গভীর রাতে হোটেল থেকে বেরুনার সময় তিন ব্যক্তি তাদের পথ সাদরে আদর করে। তরুণীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে। বন্ধুরা বাধা দিলে তাঁদের ওপর হকি স্টিক, লোহার রড দিয়ে হামলা চালানো হয়।

নোবেলের নেপথ্যে জেএনইউ গবেষক

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মস্তিষ্কের স্নায়ুকাষের গতিবিধি আলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণের আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবছর নোবেল এনে দিয়েছে বিদেশি তিন বিজ্ঞানীকে। তারা হলেন আমেরিকার কার্ল ডাইসেরথ এবং জার্মানির পিটার হেগেমান ও গের্গ নাগেল। তবে এই যুগান্তকারী সাফল্যের মূল ভিত্তিফলকে নাম লেখা রয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানী সুনীল কার্টেরিয়ার।

২০০১ সালে জার্মানিতে পিএইচডি করার সময় রেগেনসবার্গে প্রফেসর পিটার হেগেমানের গবেষণাগারে কাজ করছিলেন সুনীল। পুকুরে ভেসে থাকা ‘ক্ল্যামাইডোমানাস’ নামের মাত্র ০.০১৫ মিলিমিটার ব্যাসের একটি এককোষী শৈবাল কীভাবে আলো চেনে, তা খুঁজছিলেন তিনি। কোনও মস্তিষ্ক বা স্নায়ু না থাকা সত্ত্বেও আলোমুখী হওয়া এই অণুজীবের জিন নকশা বিশ্লেষণ করে তিনি আলো-সংবেদনশীল দুটি প্রোটিন জিন খুঁজ পান। পরে এর নাম দেওয়া হয় ‘চ্যানেলরোডপসিন-১’ এবং ‘চ্যানেলরোডপসিন-২’।

বর্তমানে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্টেরিয়ার সেই গবেষণাই অপটোজেনোমিক্স প্রযুক্তির নতুন দিশা দেখায়। এই প্রযুক্তিতে আলো ফেলে স্নায়ুকোষকে নিখুঁতভাবে



সহকর্মীদের সঙ্গে অধ্যাপক সুনীল কার্টেরিয়ার।

সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করা যায়। এবারের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী ত্রয়ীর গবেষণার মূল নথিতেও সহ-লেখক হিসাবে কার্টেরিয়ার নাম সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে।

নিজের গবেষণার বিষয়ে সুনীল বলেন, ‘আমাদের সামনে একটি

চিকিৎসা বিজ্ঞান

মৌলিক প্রশ্ন ছিল, এই শৈবালটি কীভাবে আলো শনাক্ত করে এবং এর জিনগুলি কোথায় থাকে? আমরা কখনোই ভাবিনি যে এটা মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হবে। এটা বের করার কৃতিত্ব ওই তিন বিজ্ঞানীরই।’

জেএনইউ-এর প্রাক্তনী তথা

গবেষক সুনীল আরও বলেন, বড় ধরনের কোনও আবিষ্কারের জন্য মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই পরিসর না কমিয়ে বরং বাড়ানো উচিত।

সিডি রামন ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পাওয়ার পর থেকে কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে বসে কাজ করে আর কেউ বিজ্ঞানে নোবেল পাননি। সেই আক্ষেপের মাঝে কার্টেরিয়ার গল্পটা আশার আলো তো বটেই। তিনি নোবেল পাননি, কিন্তু নোবেলজয়ের সড়ক নির্মাণে তাঁর হাত ছিল। জেএনইউ-র ল্যাব থেকে জার্মানির ল্যাব হয়ে স্কটহোম পর্যন্ত, আলোর এই যাত্রায় ভারতের নামটাও যে জড়িয়ে গেল, সেটাও এখন বড় খবর।

ঘুমোবেন না প্লিজ, মচ্ছরকে বাঁচাতে মরিয়া চেপ্টা চিকিৎসকের

দুবাই, ৭ অক্টোবর : মাঝআকাশে কো-পাইলটের কুঠারের ঘায়ে গুরুতর জখম হয়ে ফ্লাইদুবাইয়ের পাইলট স্মিত মচ্ছর তখন রক্তাশ্লু অবস্থায় পড়েছিলেন ককপিটের মেঝেতে। তবে তার আগে তিনি খুলে দিতে পেরেছিলেন ককপিটের দরজা। মাথা ও বাঁ হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিনিক্স দিয়ে রক্ত ছুটছিল তাঁর।

জীবন-মৃত্যুর সেই সীমান্তে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে ৪৫ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে বাঁচিয়ে তোলেন ফ্লাইদুবাইয়েরই এক যাত্রী-চিকিৎসক।

ওই বিমানেই সস্ত্রীক তেল আভিভ যাচ্ছিলেন ৪৭ বছর বয়সি ইহুদি দম্প চিকিৎসক শোটা মুসায়েভ। ককপিটের দরজা খোলা পেয়ে হামলাকারীকে ততক্ষণে কাবু করে ফেলেছেন আন্যান্য যাত্রীরা। কিন্তু স্মিতের শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছিল। সেই সঙ্কটকালে প্রায় খালি হাতেই যাত্রীদের টি-শার্ট আর বরফ চেপে রক্তপাত বন্ধ করেন মুসায়েভ।

প্রচুর রক্তক্ষরণে স্মিত বারবার সংজ্ঞা হারালে মুসায়েভ তাঁর কানে ফিশফিশ করে বলেন, ‘দয়া করে ঘুমোবেন না, আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।’ যন্ত্রণায় কাতর স্মিতও জানান, ‘আমাকে সাহায্য করুন, আমি মরতে চাই না।’ চিকিৎসক তাঁকে অস্ত্র দেন, ‘চিন্তার কিছু নেই। আপনার তেমন কিছু হয়নি। দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন।’

দম আটকে যাওয়ার আশঙ্কায় জু-দেবের দেওয়া বাথানালক গুথুগু ভরতীয় পাইলটকে খেতে দেননি মুসায়েভ। অবতরণের ঠিক আগে চালকের নাড়ির গতি পিপজ্ঞনকভাবে কমে ৫টি নীল হয়ে এলে মুসায়েভ তাঁর পা উঁচু করে পরিস্থিতি সামাল দেন। বিমানকর্মীদের বলেন, ‘এখনই ল্যান্ড করতে হবে, ওঁর হাতে সময় নেই।’

শেষপর্যন্ত সৌদি আরবের তাবু বিমানবন্দরে বিমানটি জরুরি অবতরণ করে। অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার আগে মুসায়েভ বলেন, ‘শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।’ আবার দেখা হবে।’



বিষুণ্ন অবতার মোদি : শেরিং

থিম্পু, ৭ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করার ঘটনা বিজেপির কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে কম নেই। কিন্তু সেইসব ছাপিয়ে ভূটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে বলেছেন, ‘আমি মোদিকে বিষুণ্ন অবতার হিসেবেই দেখি।’ তোবগে বলেন, ‘আমি জানি সেই অবতার কে। বিষুণ্ন সর্বশেষ অবতার বিশ্বখুলা সরিয়ে ধর্মকে পুনরুদ্ধার করে নবজীবন দান করা চক্দি।’ মোদির প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সেবার ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন ভূটানের প্রধানমন্ত্রী। মোদির নেতৃত্বে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদার করার আশ্রয়িকার দেওয়ার পাশাপাশি ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর কণ্ঠস্বর জোরালো করা এবং আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-এর স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকারও প্রশংসা করেন শেরিং তোবগে। ভারত-ভূটানের বন্ধুত্বের সম্পর্কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন তিনি।

বাড়তে পারে বাড়ি-গাড়ির ঋণে সুদের হার রেপো রেট বাড়াল রিজার্ভ ব্যাংক

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : আশঙ্কাকে সত্তা করে প্রায় চার বছর পর রেপো রেট বাড়াল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। যার জেরে বাড়তে পারে বাড়ি-গাড়ি ঋণে সুদের হার। দামি হবে ইএমআই। পাশাপাশি ব্যাংক-ডাকঘরে ফিল্ড ডিপোজিট সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সুদের হার বাড়ানো হতে পারে। যাঁরা সুদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল তারা এর সুফল পাবেন।

৫-৭ অক্টোবর ঋণনীতির পর্যালোচনায় বসেছিল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন মানিটারিং গঠিত কমিটি (এমপিসি)। বুধবার শৈশিক শেরিং মোদির ব্যাংক ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ফলে রেপো রেট বেড়ে হল ৫.৫ শতাংশ। শেষবার রেপো রেট বাড়ানো হয়েছিল ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে। এদিন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, সর্বসম্মতিতে রেপো রেট বাড়ানো হয়েছে। তারা বিশ্বে মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ছে। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। ইরান-আমেরিকা সংঘাতো ধাক্কা খেয়েছে পণ্য পরিবহণ। এই পরিস্থিতিতে রেপো রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রেপো রেট বাড়ানোয় আগামী

দিনে গাড়ি-বাড়ির ঋণে সুদের হার বাড়তে পারে। যাদের পরিবর্তনযোগ্য সুদের হারের ঋণ নেওয়া আছে তাঁদের মাসিক কিস্তি বাড়বে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ওপর এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। রেপো রেট বাড়ায় বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পেও সুদের



হার বাড়তে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে সুদের হার বাড়ায় কি না তাই দেখার।

এখানেই শেষ নয়, ভবিষ্যতে আরও বাড়ানো হতে পারে রেপো রেট। এদিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘নিরপেক্ষ’ নীতির বদলে ‘সুপরিচ্ছন্ন সংকেচনমূলক’ নীতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতো সুদের

হার বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতির বড় ঝুঁকিও পরিবর্তন না হলে ডিসেম্বরের ঋণ নীতিতে (২-৪ ডিসেম্বর) আরও এক দফা রেপো রেট বাড়ানো হতে পারে। এদিকে মোদি সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা করে কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে লিখেছে, ‘ইনফ্লেশন ম্যান মোদির রাজত্বে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। এবার মধ্যবিত্তের কোমর আরও ভেঙে পড়বে। সুদের হার বাড়ানোর অর্থ হল সাধারণ মানুষের গৃহ, গাড়ি, ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ঋণের ইএমআই অনেকটাই বেড়ে যাবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আছে দিন-এক, কিন্তু যা মিলল তা হল পকেট কাটার দিন।’

এদিন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭.১ শতাংশ করেছে রিজার্ভ ব্যাংক। পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির পূর্বাভাসও ৪.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪.৪ শতাংশ করা হয়েছে। সামনে উৎসবের মরশুম। তার আগে সুদের হার বাড়ায় সমস্যা পড়তে পারে আবাসন ও গাড়ি শিল্প। তবে সুদের হার বাড়লে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা সুদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল তাদের মুখে হাসি ফুটতে পারে।

প্রেমের শহরে দ্রোহের আগুন...

প্যারিস, ৭ অক্টোবর : জেন-জেড বিদ্রোহের হাওয়া কি এবার ফ্রান্সেও! শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে পালটানোর দাবিতে সেখানেও উড়ছে প্রতিবাদী আরশোলার।

স্কুলে পয়খণ্ড অনুদান, শিক্ষক নিয়োগ ও জরাজীর্ণ ক্লাসরুম সংস্কারের দাবিতে তোলপাড় ফ্রান্স। তরুণ প্রজন্মের বেনজির বিক্ষোভ এবং রাজপথ দখলের আন্দোলনে রাশ টানতে গত দু’সপ্তাহে প্রেস্তার করা হয়েছে সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি পড়ুয়াকে। যা নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর ভয়, বিশ্ববের ঐতিহ্যবাহী শহরকে বৃষ্টি কবজায় নিতে চাইছে ইসলামপন্থীরা। গত সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ মঙ্গলবার রক্তক্ষয়ী রূপ নেয়। ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবানলের মতো আন্দোলন

ছড়িয়ে পড়লে আড়াই লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক একযোগে রাস্তা যানেন। প্যারিস ছাড়াও মার্সেই, লিলে ও ব্রাসেলসের মতো ৩০টিরও বেশি শহরে পড়াশোনা কার্যত লাটে ওঠে।

রাজপথে বিক্ষোভকারীদের হুজুঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও স্টান

ইসলাম দখল নিতে চাইছে প্যারিসের, দাবি ট্রাম্পের

গেোনডে ছোড়ে। এতে ৭১৫ জন পুলিশ কর্মী ও বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। লেদ শহরে গেোনডে বিক্ষোভের ১৫ বছরের এক কিশোরের একটি হাত কবজি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও এরপর স্টান গেোনডে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের এই অভ্যন্তরীণ

ছাত্রবিক্ষোভ নিয়ে মন্তব্য করে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও অভিভাবক চরম উত্তাপ ছড়িয়েছেন ট্রাম্প। নিজস্ব সমাজমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ তিনি লেখেন, ‘ফ্রান্সে যা ঘটছে, তা অনিয়ন্ত্রিত গণ-অভিযাসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এ লড়াই স্কুলের জন্য নয়, এই লড়াই একটি এককালের মহান দেশকে ইসলামের নিজের দখলে নেওয়ার চেষ্টা।’ তবে ফরাসি প্রশাসন ও ছাত্র সংগঠনগুলি ট্রাম্পের এই বিতর্কিত মন্তব্যকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উসকানিমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ পরিকাঠামো, শিক্ষকসংকট ও সরকারি বাজেট হাটায় সুদের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের কোনও যোগ নেই।

নিদ্দা করে ফরাসি সাংসদ অরেলিয়াঁ ল্যাকক বলেন, ‘পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে নাবালকদের ওপর লাঠি, রাবার বুলেট ও কাদানে গ্যাসের বর্বরতা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। গোটা ব্যাপারটা অসহ্য লাগছে।’

ছাত্র সংগঠনের সভানেত্রী সূজান নাইডাম জানান, ‘দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ চলবে।’ লিয়া মৌনিয়ার নামে এক অভিভাবক বলেন, ‘ওদের বয়স ১৭। ওরা বোকা নয়, ওরা বোঝে ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী খেলা চলছে। প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে ওদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব।’ পড়ুয়াদের শীর্ষ সংগঠন ‘ইউনিয়ন সিভিক্যাল লিসিইন’ জীর্গ স্কলভবন সংস্কারে অন্তত ১০ বিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ, উচ্চশিক্ষায় দেড় লক্ষ নতুন আসন এবং ব্যাপক শিক্ষক নিয়োগের দাবি তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়া ল্যাকর্ন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের আশ্বাস দিলেও ক্ষোভ কমার কোনও লক্ষণ নেই।



প্রতিবাদী পড়ুয়াদের সামলাতে মারমুখী পুলিশ। প্যারিসে।

ডুরান্ডের পর শিল্ড ফাইনালেও

বাগানের থেকে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল

সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : কলকাতা ডার্বির রোমাঞ্চ ক্রমশ কমতির দিকে। অন্তত কোচ-ফুটবলার এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে ম্যাচটা বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজকদের সৌজন্যে খানিকটা একঘেয়েই হয়ে উঠেছে। গত অগাস্ট থেকে এই নিয়ে চতুর্থবার দুই ক্লাব একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে। তবে আইএফএ-র একটাই সুবিধা, সমর্থকরা আজও একইরকম আকর্ষণ বোধ করেন ওই ম্যাচকে খিয়ে।

বহু বছর পর খাতায় কলমে এগিয়ে থেকে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এতটা খারাপ অবস্থা বহু বছর দেখেনি কলকাতা ফুটবল। বিশেষ করে সেমিফাইনালে দুই আইএসএল দলের বিপক্ষে পরপর দুই দলের পারফরমেন্স যেখানে এগিয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে, সেখানে মোহনবাগানের হতশ্রী পারফরমেন্স দেখে বিরক্ত সকলেই। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল

দাপিয়ে খেলে ফাইনালে ওঠে। তার একদিন আগে মোহনবাগানের খেলায় ক্রান্তির ছাপ। পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে রাহুল ভেঙ্কে-লিস্টন কোলাসোদের বিরক্তিকর ম্যাচ দেখতে দেখতে হাই তুলেছেন দর্শকরা। আর এই পরিস্থিতির জন্য যে বাগান কোচই দায়ী, সেই কথা এখন বলছেন সব সবুজ-মেরুন সমর্থকরাও। একমাত্র শ্রীনিধি ডেকান ছাড়া আইএফএ শিল্ডের বাকি কোনও ম্যাচে মোহনবাগানের খেলা দেখে মন ভরেনি দর্শকদের। বিদেশিদের মধ্যে মিশুয়েল ফিগুয়েরা, লি আর্নল্ড, দেজান ড্রাজিচ ও সামির জেলজকোভিচার সবুজ-মেরুন জার্সিতে নতুন। কিন্তু লি ছাড়া বাকিরা এদেশের ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত। তাই মানিয়ে নিতে না পারার দায় যদি কাউকে নিতে হয়, তিনি হলেন কোচ। তাঁর সাপোর্ট স্টাফের দলটি খুব উচ্চমানের নয় বলেই মনে হচ্ছে। কোচ যদিও জানালেন, আমার দলে কোনও চোট-আঘাত নেই। কিন্তু জেমি ম্যাকলারেন ও আশিস রাই সম্ভবত চোটের জন্য খেলছেন না। একটাই রক্ষে, জাতীয় দলের চার ফুটবলার ফিরেছেন।

আর ম্যাচ টাইব্রেকার পর্যন্ত গড়ালে বিশাল কেইথের লম্বা হাত বাঁচাতে পারে মোহনবাগানকে। তবে ম্যাচের একদিন আগে দলের আক্রমণভাগের ফুটবলারদের সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে কোচের গলায় তেমন আত্মবিশ্বাস কোথায়? তিনি শুধু বললেন, ‘যা গত মরশুমের শিল্ড ফাইনালে হয়েছিল। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচে আমরা অনেকগুলো সুযোগ তৈরি করেছিলাম। কিন্তু পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে আমরা সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। ফলে সমস্যাটা আরও বড় হয়ে যায়। আশা করি, আমরা আবার আমাদের গোলের অভাবে ফিরতে পারব। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব, বারবার বল প্রতিপক্ষ বক্সে নিয়ে উঠব। বেলা আরও নিখুঁত হবে। অবশ্যই আমাদের গোল করতে হবে।’

আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল অবশ্য মাঠে ফুল ফোটান্ছে। প্রথম দলের একাধিক ফুটবলারকে খেলাচ্ছেন না স্প্যানিশ কোচ। তা সত্ত্বেও নর্থইস্টের মতো শক্তিশালী দলকে ৭-২ গোলে হারানো চ্যাম্পিয়ানি কথা নয়। দলের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মী বলছিলেন, ‘কোচ মনে হয় না ডার্বিতেও প্রথম দলের সহাইকে নামাবে।’ কারণটা স্পষ্ট। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে তাঁর দলকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন লিগ টুয়ে খেলতে হবে আল সোতার বিপক্ষে। ইতিমধ্যেই দল ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে মোহনবাগানকে হারিয়ে। তাই শিল্ড না পেলোও তাঁর দিকে কেউ তোপ দাগবে না। বড়জোর সমর্থকরা খানিক দুঃখ পেতে পারেন মোহনবাগানের কাছে হেরে গেলে। তবে তিনি ম্যাচ ৯০ মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে চাইছেন ফুটবলারদের উপর বাড়তি চাপ না দিতে। বললেন, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মানসিক অবস্থাটা। কিছু ফুটবলার এখনও জাতীয় দলের ম্যাচ নিয়েই ভাবছে-



ডার্বির আগে সাংবাদিক সম্মেলনে দুই কোচ- প্যানাজিওটস দিলম্পেরিস (উপরে) ও আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএফএ শিল্ড ফাইনাল
ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
সময় : বিকেল ৬.১৫ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণ
সম্প্রচার : ফ্যানকোড ব্যাপক

ব্রাজিল, উরুগুয়ে পানামার বিরুদ্ধে খেলেছে। মানসিকভাবে এটা একটা বড় প্রভাব ফেলে। কারণ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এবং একটা ক্লাব ফাইনাল খেলা এক বিষয় নয়। এএফসির ম্যাচ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যখন মোহনবাগান, তখন এই ম্যাচের গুরুত্ব আরও বেশি। এই খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের হাতে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাদের বোঝাতে হবে এবং দলের পরিকল্পনার সঙ্গে তাদের আবার যুক্ত করতে হবে।’ তবে এতকিছুর পরেও ডার্বি বলেই হয়তো ম্যাচটা শেষপর্যন্ত সেখানে সেখানে লড়াই হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।



শুটিং অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সামির জেলজকোভিচ। সঙ্গী মিশুয়েল ফিগুয়েরা। কলকাতায় বুধবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ঝুঁকিহীন ফুটবলই মন্ত্র দিলম্পেরিসের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাত পোহালেই আরও একটা মহাশয়। ডুরান্ড কাপ ফাইনালের ৪৪ দিনের মাথায় আরও একবার খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল এফসি-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচটা সবুজ-মেরুনের কাছে সম্মান পুনরুদ্ধারের। আর কোচ প্যানাজিওটস দিলম্পেরিসের জন্য হতে পারে মোহনবাগানে নিজেকে প্রমাণ করার শেষ সুযোগ।

ডুরান্ড ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে চার গোলে হার এখনও বিভীষিকার মতো তাজা করে বেরাচ্ছে সবুজ-মেরুনকে। এই পরিস্থিতিতে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ঝুঁকিহীন ফুটবল খেলাই বাগানের প্রথম লক্ষ্য। অনুশীলনে তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বড় ম্যাচে প্যানোসের পরিকল্পনা একাধিক বদল আসছে। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে চার রক্ষণেই ফিরছে মোহনবাগান। একইসঙ্গে এবার শিল্ডে হয়তো এই প্রথম পাঁচ বিদেশি নিয়ে শুরু করবে সবুজ-মেরুন। রক্ষণে আলবার্তো রডরিগেজ, রাহুল ভেঙ্কের সঙ্গে যথারীতি থাকবেন শুভাশিস বসু। ডানদিকে মেহতাব সিং। মাঝমাঠে সামির জেলজকোভিচের সঙ্গী দীপক টারি। দুই প্রান্তে লালিয়ানজুয়ালা ছদ্মবেশে ও দেজান ড্রাজিচ। নাথার টেন হিসেবে শুরু করবেন মিশুয়েল ফিগুয়েরা। সিঙ্গল স্টাইলকার হিসেবে লি আর্নল্ডকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে প্যানোসের।

শিল্ড ফাইনালে আগে সবুজ-মেরুন শিবিরের অন্তরে যে একটা চাপের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। বাগান কোচ প্যানোস যুগিয়ে বোধহয় সেইখান থেকেই চাইলেন। ডার্বির আগে সাংবাদিক বৈঠকে বাগান কোচ বলেন, ‘চাপ নিশ্চয়ই আছে। সেটা সবসময়ই থাকে। তবে সেটা কোনও ম্যাচের ফলাফলের পরিশ্রেক্ষিতে নয়। আমি যদি

এফসি গোয়ার বিরুদ্ধেও খেলি, তবুও আমি চাপ অনুভব করি।’ এই মরশুমের শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ডুরান্ড ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেছিলেন এডমন্ড লালরিনডিকা। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে শিল্ড সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করেছেন ডেভিড লালহালানসঙ্গী। প্রথম ম্যাচেই পরিবর্ত নেমে গোল পেয়েছেন আকে আনউডি লোবা। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই প্যানোসের জবাব, ‘ওদের ডেভিড, এডমন্ড থাকলে আমাদেরও মনবীর, সাহাল, ছাদ্ভেরা রয়েছে। ওরাও হ্যাটট্রিক করেছে। প্রতিপক্ষ দলকেও আমাদের নিয়ে ভাবতে হবে।’

বুধবার বিকেলে বড় ম্যাচের মহড়ার সময় জেমি ম্যাকলারেনকে সাইডলাইনে রাখা করতে দেখা গেল। অনূপস্থিত আশিস রাই। জাতীয় দল থেকে ছয় ফুটবলার ফিরেও মেহতাব ছাড়া কেউই মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন না। তাঁকে রেখেই শিল্ড ফাইনালের রণকৌশল সাজিয়েছেন প্যানোস। এছাড়া এই মুহুর্তে রাইট ব্যাক খেলার মতো ফুটবলার বলতে তাঁর হাতে রয়েছেন অভিবেক সিং টেকচাম। তবে জাতীয় দলে তিনিই ম্যাচই প্রায় পুরোটা খেলেছেন তিনি। এদিন অনুশীলনও করেননি। সেখানে জাতীয় দলে খুব বেশি গেম টাইম পাননি মেহতাব। তবে একখাড়া টিক রাইট ব্যাক হিসেবে সেই অর্থে পরীক্ষিত নন তিনি। যে কারণে ফাইনালের আগে প্যানোস যে খুব স্বস্তিতে আছেন তা বলা চলে না। তবুও বেশ জোর দিয়েই ক্রিকে কোচ বললেন, ‘আমরা যে কোনও মূল্যে ট্রফিটা চাই। সঙ্গে ভালো খেলতেও হবে। ইস্টবেঙ্গল-নর্থইস্ট ম্যাচের ফলাফল নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমি বিচলিত নই।’ তবে প্যানোস একথা ভালোই জানেন, শিল্ড হাতছাড়া হলে সবুজ-মেরুন তাঁর ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আত্মবিশ্বাসী কিন্তু সতর্ক। আইএফএ শিল্ড ফাইনালের আগে এমনই মেজাজে ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

বৃহস্পতিবার শিল্ড ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মুখোমুখি লাল-হলুদ শিবির। বাঙালির আবেগের মহাধরণে আগে খাতায় কলমে ফেভারিট কিন্তু হাবাসের ছেলেরাই। ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে চূর্ণ করে দাপুটে জয়। এএফসি-র মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন। শিল্ডের শেষ চারের ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে গোল বন্যায় ভাসানো। রীতিমতো ছন্দে ইস্টবেঙ্গল শিবির। করনো পরবর্তী সময়ে কোন ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ফেভারিট হিসেবে মাঠে নেমেছে, সেটাই মনে করতে পারছেন না লাল-হলুদ সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গল শিল্ড ফাইনালে ফেভারিট। সমর্থকরা চাইছেন ১৯৭৫ সালের পুনরাবৃত্তি। অনুশীলন শেষে এডমন্ড লালরিনডিকা, বিপিন সিনের কাছে পাঁচ গোলের আবাদ। হাবাস কিন্তু সতর্ক। ডুরান্ড ফাইনালের মতো ম্যাচ এতটা সহজ হবে না, বিলক্ষণ জানেন হাবাস। তাই সাংবাদিক সম্মেলনে ডুরান্ডের প্রসঙ্গ উঠতে স্প্যানিশ কোচের সটান উত্তর, ‘দুইটি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ডিলেমের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন পিভি বিষ্ণু।

ফাইনালের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এবার কিন্তু শিল্ড ফাইনালের পরেই আমাদের এএফসি-র ম্যাচ রয়েছে। সেটাও মাথায় রাখতে হবে। আমরা চাইছি ৯০ মিনিটের মধ্যে ম্যাচের

বৃহস্পতিবার শিল্ড ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মুখোমুখি লাল-হলুদ শিবির। বাঙালির আবেগের মহাধরণে আগে খাতায় কলমে ফেভারিট কিন্তু হাবাসের ছেলেরাই। ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে চূর্ণ করে দাপুটে জয়। এএফসি-র মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন। শিল্ডের শেষ চারের ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে গোল বন্যায় ভাসানো। রীতিমতো ছন্দে ইস্টবেঙ্গল শিবির। করনো পরবর্তী সময়ে কোন ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ফেভারিট হিসেবে মাঠে নেমেছে, সেটাই মনে করতে পারছেন না লাল-হলুদ সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গল শিল্ড ফাইনালে ফেভারিট। সমর্থকরা চাইছেন ১৯৭৫ সালের পুনরাবৃত্তি। অনুশীলন শেষে এডমন্ড লালরিনডিকা, বিপিন সিনের কাছে পাঁচ গোলের আবাদ। হাবাস কিন্তু সতর্ক। ডুরান্ড ফাইনালের মতো ম্যাচ এতটা সহজ হবে না, বিলক্ষণ জানেন হাবাস। তাই সাংবাদিক সম্মেলনে ডুরান্ডের প্রসঙ্গ উঠতে স্প্যানিশ কোচের সটান উত্তর, ‘দুইটি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ডিলেমের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন পিভি বিষ্ণু।

ফয়সালা করতে।’ বৃধবার বিকেল থেকে ময়দানের সর্বত্র টিকিটের হাহাকার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সামনে টিকিটের জন্য লম্বা লাইন। গতবার শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে টাইব্রেকার হারতে হয়েছিল লাল-হলুদকে। এই বছর তাদের কাছে বদলা নেওয়ার সুযোগ। দল ছন্দে রয়েছে। ফুটবলাররাও বেশ ফুরফুরে মেজাজে। অভিবেক ম্যাচেই গোল পেয়েছেন আকে আনউডি লোবা ও লুকাস জোলিনস্কি। দুজনের কাছে ফাইনালে গোলের আবার সমর্থকদের। লোবা অবশ্য বলে দাপুটে, ‘প্রথম ম্যাচে গোল করতে পেরে ভালো লাগছে। ফাইনালেও গোল করতে চাই।’

শিল্ডের শেষ মহড়ায় পুরো দল উপস্থিত। জাতীয় দল থেকে আনোয়ার আলি, প্রভাসুখান সিং গিলরাও অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। জাতীয় দলের তারকাদের কি খেলাবেন স্প্যানিশ কোচ?

কোচের স্পষ্ট জবাব, ‘জাতীয় শিবির থেকে ফেরা ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের পরপর ম্যাচ রয়েছে। দলে নতুন বিদেশিরা এসেছে। ফলে আমার কাছে প্রথম একাদশ বেছে নেওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ।’ শোনা যাচ্ছে, জাতীয় দলের তারকাদের নিয়ে ঝুঁকি নাও নিতে পারেন। সেমিফাইনালে খেলা দলটাকেই নামিয়ে দিতে পারেন। শুধু একটাই পরিবর্তন হতে পারে, মহম্মদ বসিম রশিদ দলে আসতে পারেন। তবে কোচের নাম হাবাস। তিনি কী করবেন তা বোঝা মুশকিল। শিল্ড ফাইনালে স্প্যানিশ কোচের মথাজজাই সবচেয়ে বড় বাজি লাল-হলুদের।

নীরবতা ভাঙলেন জেসুস আমার শান্তিই প্রাপ্য : রোনাল্ডো

লিসবন, ৭ অক্টোবর : জাতীয় শিবির ছেড়ে বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। তারপর থেকেই পর্তুগিজ মহাতারকার অবসর জল্পনা চলেছে। তিনি জানান, ‘পর্তুগাল বাড়তি মাত্রা পায়। সেই রোনাল্ডোই এবার জানিয়ে দিলেন, আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে এখনই অবসর নিচ্ছেন না। তবে শিবির ছাড়ার সিদ্ধান্তে তিনি যে অন্ততুণ তাও জানান সিআর সেভেন। তার জন্য তিনি শান্তিও মাথাপেতে নিতে তৈরি অবস্থান ব্যাখ্যা করে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি রোনাল্ডোর বিবৃতি পড়েননি। তবে সিআর সেভেনকে প্রথম একাদশে নাম রাখা এবং পরবর্তী পরিস্থিতির সম্পূর্ণ দায় তিনি নিজের কাঁধেই নিচ্ছেন। জেসুস এটাও স্পষ্ট করেন দেন যে, রোনাল্ডোর জন্য জাতীয় দলের বিবৃতিতে রোনাল্ডো তাঁর ফেভোর

কারণ হিসেবে কোচ জেসুসকে দায়ী করেন। তবে এবার নিজের আচরণ নিয়ে অন্ততুণ রোনাল্ডো পর্তুগাল সমর্থক ও সতীর্থদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি জানান, ‘পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের উচিত আমার আচরণের মূল্যায়ন করা এবং শান্তি দেওয়া। আমি মনে করি না আমার শান্তি কমানো উচিত। দল ছাড়ার দায় সম্পূর্ণ আমার।’

এদিকে, ঘটনার পর জাতীয় দলের প্রধান কোচ জেসুসও নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি রোনাল্ডোর বিবৃতি পড়েননি। তবে সিআর সেভেনকে প্রথম একাদশে নাম রাখা এবং পরবর্তী পরিস্থিতির সম্পূর্ণ দায় তিনি নিজের কাঁধেই নিচ্ছেন। জেসুস এটাও স্পষ্ট করেন দেন যে, রোনাল্ডোর জন্য জাতীয় দলের বিবৃতিতে রোনাল্ডো তাঁর ফেভোর

শিল্ড ফাইনালে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ডকে নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। চতুর্থটিকিটের হাহাকার। রাজিল কিংবা উরুগুয়ে ম্যাচ নিয়েও টিকিটের চাহিদা দেখা যায়নি। যা দেখা গেল শিল্ড ফাইনালকে কেন্দ্র করে। বুধবার বিকеле কলকাতা ময়দান ঘিরে টিকিটের হাহাকার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁর সামনে অনেক রাত পর্যন্ত সদস্যদের লম্বা লাইন। টিকিটের দেখা নেই। কেউ কেউ আইএফএ অফিসে গৌজ নিলেন টিকিটের বিষয়ে।

এদিন ক্লাবগুলিকে টিকিট দেওয়ার কথা ছিল আইএফএ-এর। কিন্তু টিকিট ছাপার মেশিনে সমস্যা হওয়ায় যত বিপত্তি। শেষপর্যন্ত রাত পৌনে বটা নাগাদ টিকিট এসে পৌঁছায় বড় ফুটবল নিয়ামক সংস্থার অফিসে। আইএফএ সচিব অনিবার্ণ দত্ত জানিয়েছেন, বুধবার রাতেই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই ক্লাবেই টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অনলাইনেও টিকিট বিক্রির হার বেশ ভালো। ফাইনালে মাঠ ভর্তি থাকবে, এমনটাই আশা করছেন আইএফএ সচিব। শিল্ডের ফাইনালে প্রধান অভিযি হিসেবে আমন্ত্রিত করা হয়েছে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁকে।

আগরকারের প্রশংসায় গম্ভীর ‘ইতিহাস তোমাকে মনে রাখবে’

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : প্রধান নির্বাচক হিসেবে ৪ অক্টোবর মেয়াদ শেষ হয়েছে অভিজি আগরকারের। অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে এসে চার বছর পর বর্ষীয়ান পেসার ভুবনেশ্বর কুমারকে টিম ইন্ডিয়ায় ফিরিয়েছেন প্রজ্ঞান ওথা। আগরকারের মেয়াদকালে বিরাট কোহলি ও রোহিৎ শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। এমনকি রোহিতকে সর্বশেষ ওডিআইয়ের অধিনায়ক হয়েছেন শুভমান গিল। সমালোচকদের দাবি ছিল, আগরকারের অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনেই এসব হয়েছে। ঘটনা যাই হোক, সদ্য প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক আগরকারকে দরজা সার্টিফিকেট দিলেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীর।

এস হ্যাঙলে গম্ভীর লিখেছেন, ‘প্রিয় অভিজি ভাই, তোমার সঙ্গে কাজ করতে পারা বিশেষ সম্মানের ছিল। তুমি নির্বাচক থাকাকালীন ভারতীয় দল তিনিটি আইসিপি ট্রফি জিতেছে। তুমি সবার আগে দলকে গুরুত্ব দিয়েছ। দলকে সব কিছুর উর্ধ্বে রেখেছিলে। আমি হালফ করে বলতে পারি, ইতিহাস তোমাকে মনে রাখবে। আশা করি, ইতিহাস তোমার প্রতি দয়াল হবে। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। তোমার জন্য শুভেচ্ছা রইল।’

সেমিতে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের সেমিফাইনালে উটল আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি। কোয়ার্টার ফাইনালে আলিপুরদুয়ার টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে পশ্চিম মেদিনীপুরকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে নিম্নারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল। আলিপুরদুয়ারের রিজ্জাল লামা জোড়া গোল করে। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে জলপাইগুড়ি ১-০ গোলে পূর্ব বর্ধমানের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে রণদীপ দাস। সূর্যনগর মাঠে কোয়ার্টার ফাইনালে শিলিগুড়ি ৩-০ গোলে দক্ষিণ কলকাতাকে হারিয়েছে। গোল করে আয়ুষ দাস, দেব তামাং ও নিলয় সরকার।



ম্যাচের সেরা রাজ ছেত্রী। ছবি : সোমনাথ দত্ত

হারল পুলিশ

ওদলাবাড়ি, ৭ অক্টোবর : ওদলাবাড়ি মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রামবাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নর্থ বেঙ্গল আর্মড পুলিশ ০-২ গোলে বিওয়াইসি নেপাল বাপা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে হেরেছে। ম্যাচের সেরা নেপালের রাজ ছেত্রী।

চ্যাম্পিয়ন ডেঙ্গুয়াঝাড়

বেলাকোবা, ৭ অক্টোবর : ভাতিগুড়ি শিবাজি সংঘ ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। বুধবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে সীতারামপুর চা বাগানকে হারিয়েছে। নিখারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ফাইনালের সেরা সীতারামপুরের মার্কসি লাকরা।

চ্যাম্পিয়ন মিলনমোড় এফসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মিলনমোড় এফসিসি। বুধবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে চাঁদমণি এফসিসি-কে হারিয়েছে। সর্বাধিক গোলস্কোরার মিলনমোড়ের রীতিকা চিকবড়াইক। সেরা মিডফিল্ডার একই দলের এলিনা রাই। সেরা গোলকিপার চাঁদমণির যমুনা বিশ্বকর্মা। সেরা ডিফেন্ডার একই দলের বিদ্যা উপাধ্যায়। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে উজ্জ্বল সংখ।



ট্রফি নিয়ে উল্লাস মিলনমোড় এফসিসি-র। ছবি : সুব্রত

টিটি-তে জোড়া পদক শ্রুতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে আয়োজিত শ্রাব প্রতিবন্ধীদের এশিয়া প্যাসিফিক মাস্টি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিল টেনিসে জোড়া পদক জিতলেন শিলিগুড়ির শ্রুতি দাস। তিনি মহিলাদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

মিক্সড ডাবলসে শ্রুতির পার্শ্ববর্তী শিলিগুড়ির প্রিয়ম চক্রবর্তী। দুইজনেই শিলিগুড়িতে বিবেকানন্দ ক্লাবের তিন্তা-তোরা টেবিল টেনিস আকাডেমিতে মুখ্য চৌধুরী অধীনে প্রশিক্ষণ নেন।



পেনাংয়ে পদক গলায় প্রিয়ম চক্রবর্তী ও শ্রুতি দাস।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন ক্ষুদিরাম কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্যদের পরিচালনায় ও ময়নাগুড়ি কলেজের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ কলেজ পুরুষদের হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হল কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। বুধবার ফাইনালে তারা ১৮-১২ গোলে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা ক্ষুদিরামের রাহুল দাস। প্রথম সেমিফাইনালে দুপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছিল ক্ষুদিরাম। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফালাকাটা কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায় ময়নাগুড়ি।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 49L 53749 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত সান্যাপান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী অনলাইনেও টিকিট বিক্রির মনস্যা এবং সংগ্রামের অস্বীকার হয় যা প্রত্যেক মানুষ জীবনে সম্মুখীন হয়, তখন তা বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। কোনো বড় পল্লীকা ছাড়াই যখন আমরা এত বড় অঙ্কের টাকা পাই, তখন আমরা আমাদের আনন্দ প্রকাশ করতে পারি। ডিয়ার লটারি যা কিছু দিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত। 24.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

হাত বাড়ালেই

Suvida

গর্ভনিরোধক পিল

ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED

6290 900 900 / 8017 444 555

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 49L 53749 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত সান্যাপান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী অনলাইনেও টিকিট বিক্রির মনস্যা এবং সংগ্রামের অস্বীকার হয় যা প্রত্যেক মানুষ জীবনে সম্মুখীন হয়, তখন তা বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। কোনো বড় পল্লীকা ছাড়াই যখন আমরা এত বড় অঙ্কের টাকা পাই, তখন আমরা আমাদের আনন্দ প্রকাশ করতে পারি। ডিয়ার লটারি যা কিছু দিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত। 24.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার